রক্তজবা

দুই অঙ্কে

সামাজিক নাটিকা

শ্রীঅমিয় কুমার সান্যাল

ভূমিকা

জাতি অত্যন্ত প্রাচীন হইলে তাহার সামাজিক পরিস্থিতি বর্ত্তমানের সহিত যোগ রাখিয়া চলিতে পারে না। অতীতে যে সকল নিয়ম ও ব্যবস্থা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর ছিল, এখন হয়ত তাহাদের অনেকগুলিরই আর কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। অথচ সমাজের বিধি নিষেধের সঙ্গে বর্ত্তমান জীবনের শুভ প্রয়োজনগত সম্বন্ধ না থাকিলে সমাজের অস্তিত্ব ও বন্ধনকে অলীক বলিয়া মনে হয়। এ অবস্থায় সমাজের অন্তরাত্মা ক্রমশঃ কৃত্রিমতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান বাঙলা দেশে পূর্ব্বেকার জাতি-পরিবেষ্টনী আর নাই। শুধু বাঙলা দেশে কেন, ভারতবর্ষে এখন আর পূর্ব্বেকার পেশা পরিস্থিতি নাই। এখনকার ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ পদবী লইয়া ব্রাহ্মণের কাজ করিতেছেন, ইহা বলা চলে না, আবার কর্ম্মকার যে কর্ম্মকারের কাজ করিতেছেন, তাহাও নহে। আগেকার দিনে পেশা ছিল বংশগত এবং উপাধি পেশা প্রকাশ করিত; পেশা অনুসারে জাতি সংজ্ঞা হইত। আজকাল বংশগত পেশা উঠিয়া গিয়াছে; সুতরাং পদবী দ্বারা কেহ বংশগত বা ব্যক্তিগত পেশা ধারণা করিতে পারিবেন না। রায়, চৌধুরী, চক্রবর্ত্তী, মণ্ডল, অধিকারী, বসু, প্যাটেল এসকল পদবী দ্বারা পেশা সামাজিক বা কর্ত্তব্যগত কোন পরিচয়ই আর এখন বুঝা যায় না। ঘটিওয়ালা,

দুধওয়ালার সহিত ঘটি ও দুধের এখন আর কোন সম্বন্ধ নাই। বর্ত্তমান হিন্দুজাতির মধ্যে পদবীগুলি যেমন অলীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আবার এই অলীক পদবী দ্বারা অতীতের পেশাগত জাতিগুলি তেমনি অলীক হইয়াও কঠোর ভাবে আমাদের সামাজিক পরিস্থিতিকে শাসন করিতেছে। যাহা বিদ্যমান নাই, তাহা যদি জীবনের অন্তরতম পর্য্যায়কে শাসন করে, তবে জীবনকে অসার ও অন্তঃসারশূন্য বলিয়া হইবে না কেন?

আজ আমরা বিবাহ ব্যাপারে পদবীবদ্ধ জাতি মানিয়া চলিতেছি। অথচ অতীতের পদবীসূচক জাতি আমাদের কয়জনের আছে? আজ সমাজে ছোট জাতি বড় জাতি বলিয়া যে পদবীগত পরিচয়, তাহা কি ভাবে সত্য? যাহার সত্তা নাই তাহা সত্য হইতে পারে কি? যাহা সত্য নয়, তাহা আদর্শ ও নিয়মে পরিণত হইতে পারে কি? আজ বিবাহ ব্যাপারে আমরা অস্তিত্বহীন মিথ্যা-জাতিত্বের ভাণ করিতেছি, মিথ্যা-জাতিত্বের পূজা করিতেছি—এ মিথ্যা আমাদের প্রাণ শক্তিকে হরণ করিতেছে, সমাজ চেতনাকে ব্যঙ্গ করিতেছে, রাজনৈতিক একতাকে চূর্ণ করিতেছে। আজ আমরা যাহা তাহাই। আমাদের বর্ত্তমান দিনের ক্রিয়া অনুসারে জাতিত্ব অর্জ্জন করিতে দেওয়া উচিত, নহিলে, জাতিত্বের ব্যবস্থা বর্ত্তমান সভ্যতায় ব্যক্তিগত হিসাবে কোনও নূতন প্রকরণ অনুসারে হওয়া উচিত। আজ জাতির মহাদারিদ্র্য-প্রসূত যে মহা বিপদ্, তাহা হইতে আপনা আপনি পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে না। বিপদের অনুরূপ সংস্কার, এবং সংস্কারের অনুরূপ চিত্ত-

বিস্তার হওয়া চাই। আজ সমাজে যুবক যুবতীগণ যে ভাবে বিপন্ন, নিরাশাগ্রস্ত, যে ভাবে উহারা বিবাহিত জীবন হইতে বিচ্যুত হইতে চলিয়াছে, তাহাতে জাতি ও সমাজকে সুস্থ ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে জাতকে নূতন পরিবেষ্টনী নির্মাণ করিয়া লইতে হইবে। সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া এই নাটিকাখানি লিখিয়াছি। যাহাতে ছাত্র ও ছাত্রীগণ আপনাদের মধ্যে অল্পায়াসে এই সামাজিক নাটিকাখানি অভিনয় করিতে পারেন সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াছি। যাহাদের জন্য চেষ্টা তাহারা ইহার আদর করিলে আমার যত্ন সফল হইয়াছে বুঝিব। এই পুস্তিকাখানি প্রকাশ করিবার বিষয়ে আমার হিতৈষী বন্ধু শ্রীভগীরথ মোহতা, শ্রীশিবনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

নভেম্বর ১৯৫১ বিনীত—গ্রন্থকার।

উৎসর্গ

আধুনিক বাঙলার প্রকৃষ্টপদবীতে বসিয়া যে মহামনীষী নিঃশব্দে বাঙলার সমাজে আধুনিক শিক্ষার প্রবাহ বিস্তার করিয়া বাঙালী জাতিকে এক নূতন একতাময় পরিবেষ্টনী দান করিয়াছেন, এই পুস্তিকাখানি সেই স্বতঃ-প্রোজ্জ্বল দেশনায়ক ৺স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি-সম্বর্দ্ধনায় উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার

নাটকের পাত্র-পাত্রীগণ

পুরুষগণ

জমিদার—	শিবরতন রায়
ম্যানেজার—	রমেন্দ্র বাবু
পুরোহিত—	কুলদারঞ্জন
পণ্ডিত	রমাকান্ত ভট্টাচার্য্য
জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট—	মিঃ চক্রবর্ত্তী
তাঁহার পুত্র—	যতীন
যতীনের বন্ধু—	পরাণ
যুবক নায়কগণ—	শ্যামল, কুশল, সঞ্জীব, অক্ষয়, তুলসী ও সম্বিৎ
নাগরিকগণ—	মনোহর, ডাক্তার বৈদ্যনাথ দাস, নিকুঞ্জ ঘোষ, হরিহর, প্রহ্লাদ, ভিটুদা, মুরারি, মল্লিক মশাই, নিবারণ, অজিত, বংশী, নরেন গঙ্গারাম, বলাই, সন্তোষ, ডাক্তার বৈদ্যনাথের পুত্র অংশু, নিকুঞ্জ ঘোষের পুত্র তপন প্রভৃতি।

মহিলাগণ

মানদা-সুন্দরী—	কুলদারঞ্জনের স্ত্রী
মনোরমা—	ডাক্তার বৈদ্যনাথের স্ত্রী
ঊষা—	জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কন্যা।
বেলা ও চামী—	কুলদারঞ্জনের কন্যাদ্বয়

নিধুর মা ও কুসুম রমাদি।

রক্তজবা

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

সহব গৌবীপুব—বাজাবের রাস্তার উপব চায়ের দোকান

যতীন। যা বলেছিলাম, হচ্ছে ত ?

পবাণ। তাইত, কি বলেছিলে, কবে বলেছিলে, কাকে বলেছিলে আর কেনই বা বলেছিলে, সেইগুলো তাহলে বল।

যতীন। বলেছিলুম না—যে কোন মুহূর্ত্তে যা তা হতে পারে!

পরাণ। তা হওয়ার আর শেষ কি! কি হচ্ছে না তাই বল ? দেখ্‌ছি ত' দুবেলা ধুলো উড়্‌ছে, কাক চেঁচাচ্ছে, কুকুর হাই তুল্‌ছে, বেড়াল দুধের বাটী খুঁজ্‌ছে, আঁতুড়ে ছেলে ট্যাঁ ট্যাঁ কর্‌ছে, ঘাটে মড়া পুড়্‌ছে, বরযাত্রীরা বিয়ের রসিকতাটুকু নিয়ে বাড়ী ফির্‌ছে—এ ছাড়াও কিছু বল্‌বে বল্‌ছ ?

যতীন। যা বদলায় না সেইটেই দেখ্‌ছি তোমার কাছে বড়। ভাল করে ভেবে দেখ দেখি,—আমরা কি স্বাধীন ছিলুম ? —হঠাৎ স্বাধীন হলুম।

পরাণ। যা বলেছ। নন্দীর পিসীমা আঁচলে একটা প্রকাণ্ড গিঁট বেঁধে ঘুর্‌তেন। ছেলেরা জোর জুলুম কর্‌ত, পিসীমা

তোমার গিঁটে কি আছে, দেখাও না? পিসীমা পাশ কাটাতেন আর বল্‌তেন—ওতে ভারি দামী জিনিষ আছে, ঐটুকুই আমার সম্বল।

যতীন। কি কবচ টবচ নাকি?

পরাণ। না হে না। একটা মণি। ছেলেরা জোর ক'রে গিঁট খুলে দেখ্‌তে ওর মধ্যে কিছুই নেই। আর নন্দীর পিসীমা দুঃখু করে সব জায়গায় বলে বেড়াতেন, মণিটা কোথায় পড়ে গেছে।

যতীন। বুঝেছি—তুমি বল্‌ছ এ সব ফাঁকা স্বাধীনতা।

পরাণ। যে যেটা দেখ্‌তে পায়। তুমি দেখ্‌ছি পিসীমাদের আঁচলের মোটা মোটা গেরো দেখে মজে আছ। ভাব্‌ছ ওতে না জানি কি আছে। আমরা জানি ওর মধ্যে শুধুই আছে হাওয়া। হাওয়ার জন্য পিসীমা-পিসীমা কর্‌বার দরকার কি?

যতীন। গ্রীষ্মি দেখে বর্ষা নেই ভাবো কেন? দুদিনেই কি একটা দেশ স্বর্গ হয়ে যায়?

পরাণ। স্বর্গ কে চাচ্ছে ভাই? পৃথিবীতে পৃথিবীর মত বাঁচ্‌তে পেলেই যথেষ্ট। যারা স্বর্গের স্বপন দেখিয়ে রাজনীতির মালিক হয়েছে, তারা আজ বেপরোয়া নরকের টিকিট বেচ্‌ছে কেন?

যতীন। বাজার দর এ রকম চড়ে না গেলে, জিনিষটা অন্যরকম দেখাত।

পরাণ। তাইত, বাজারটা তাহ'লে রাজ্যের বাইরে?

যতীন। কতকটা তাই বৈ কি! আজ রাজ্যের সঙ্গে বাজারের বনিবনাও হচ্ছে না—তাই যত গোলমাল।

পরাণ। তাহ'লে গোলমালটাই থাকুক্। রাজ্য থেকে আর লাভ কি? স্বাধীনতা বল্‌তে যা দেখ্‌ছ, এ শুধুই দেশী মহাপুরুষদের পাটোয়ারী গোলমাল, দেশ মেরে বড়লোক হওয়ার একটা আভ্যন্তরীণ সুবিধা। প্রজার স্বাধীনতা এখনও হয়নি।

যতীন। কেন, তোমরা ত সেইটাই কর্চ্ছ। ঘরে বসে বিয়ের আইন্ বদ্‌লাচ্ছ; আইন্ সভার কোন দরকারই তোমরা মান্‌ছ না। বিয়ের মন্দির তৈয়ারী করেছ। এর পর ছেলেদের লাগিয়েছ, কেউ যেন বাড়ীতে বসে বিয়ে না করে। তোমরাই বা কি কম যাচ্ছ? বাজারের জুলুমটা জুলুম, আর তোমাদের এই সমাজ ওল্‌টাবার জুলুমটা জুলুম নয়?

পরাণ। বুনো ওলের বিরুদ্ধে বাঘা তেঁতুল বার না ক'রে উপায় কি? চিকণ তেঁতুলে কি বুনো ওলের জ্বালা সামলান যায়? ঐ যে, ভিটুদা আস্‌ছে। এস, এস, ভিটুদা।

ভিটুদা। আরে থাম্‌লে কেন? কি বল্‌ছিলে শুনি?

পরাণ। বল্‌ছিলাম ভিটুদা, দেশের ভাল করতে গেলেও দেশের আপত্তি! মর্‌বে, কিন্তু ওষুধ খাবে না।

ভিটুদা। তা ওষুধ মানে ত পলিটিক্স। আর পলিটিক্স মানে ত সাজিয়ে গুছিয়ে মিথ্যে কথা। পলিটিক্সের কথা

আর বোলোনা, পলিটিক্সে রোগই চিকিৎসা আর চিকিৎসাই রোগ।

যতীন। ভিটুদা বুঝি তাই খবরের কাগজ পড়া ছেড়ে দিয়েছ ?

ভিটুদা। খবরের কাগজ পড়া মানে পয়সা খরচ ক'রে মন খারাপ করা, আর ঘরের কাজ ফেলে রাখা। যত শত্রুর খোসামুদি আর বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া। ব্যবসাদারদের উনুনে পুড়ে দেশটা ছাই হয়ে যাচ্ছে, সেটা কেউ দেখ্‌ছে না। সত্যি বল ত—কোন নেতাকে চাষ বাস আর ব্যবসার কথা বল্‌তে শোন ? নেতা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে তোমার আমার লাভ কি আছে বল ?

পরাণ। আমি সেই জন্যেই ত কুশলদার কাজের সমর্থন করি। এখন থেকে বিয়ে দিতে হবে মন্দিরে। দেনা পাওনা আর ভোজ বন্ধ কর্‌তে হবে। আর সেইজন্য আপাততঃ এই সব বিয়েতে অভিভাবকদের উপস্থিত থাকা চল্‌বে না।

যতীন। এ তোমাদের গায়ের জোরে বাড়াবাড়ি নয় ? ছেলে মেয়েদের বিয়েতে বাপ-মাই বাদ ? দেশটা না মর্‌তেই তোমরা দাহ সুরু কর্‌তে চাও ?

পরাণ। চোখে গোলাপ জল দিয়ে কথা বোলো না, যতীন ! ছেলের বাপ আর মেয়ের বাপ—এদের মধ্যে মহাজনি কারবারের নাম হয়েছে বিয়ে। বিয়ে থেকে মহাজনি কারবার ওঠাতে গেলে এঁদের এই উৎসব থেকে কিছুকাল তফাতে থাক্‌তেই হবে।

ভিটুদা। তা কথাটা মন্দ বলনি! বুড়ো গুলো বেবাক্ টাকা চিনে ফেলেছে। ছেলে বয়েস থেকে শুন্ছি—দেশ শিক্ষিত হয়েছে, পণপ্রথা আর থাক্‌বে না। কিন্তু ব্যাপারটা দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছে। টাকা জিনিষটা এমন যে যারা পায় তারা তাকে নির্দোষ বলেই সমর্থন করে, আর যাদের দিতে হয় তারাই ভাবে, কেন দিচ্ছি। সে দিক দিয়ে দেখ্‌লে কুশলদা যা কর্‌ছে তা মন্দ মনে করার দরকার কি? আর একটা আদর্শ একদিনে সবাই মেনে নেবে এরও ত মানে নেই। যাদের ভাল লাগে তারা করুকই না। এ নিয়ে আক্রোশ বিদ্রূপের কি দরকার?

পরাণ। দরকার আছে তাদের যাদের লোকসান হবে।

যতীন। তাহলে পরের ভালো নিয়ে জোর জুলুম ক'রে একটা বেয়াড়াগিরির সৃষ্টি করা হবে নাকি? তার চেয়ে শান্তভাবে আন্দোলন ক'রে পণ-প্রথা অবৈধ বলে একটা আইন তৈয়ারী করে নিলেই ত হয়।

দোকানদার। এখন থেকে তাহলে ঘরে বিয়ে দেওয়ার চলন উঠে যাবে?—ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে?

যতীন। দাঁড়াবে ভালই। হয় বিয়ে থাক্‌বে, না হয় পুলিশ থাক্‌বে।

পরাণ। কেন? পুলিশের সঙ্গে কি? কেউ ত আর থানা বাড়ীতে বিয়ে দিতে যাচ্ছে না।

যতীন। কান টান্‌লেই মাথা আসে। অভিভাবকদের বাদ দিয়ে

বিয়ে দেবে, আর পুলিশ আসবে না? দেখো, বর কনেদের বাসর হয় কিনা হাজতে!

২য় দৃশ্য

বিশ্বমায়ের মন্দির

শ্যামল। মানুষকে নিয়েই ত মা। মানুষই যদি অক্ষম ও অপূর্ণ থেকে যায়, তাহলে মায়ের নামে শুধু শূন্য কলরব ক'রে লাভ কি, সঞ্জীব?

সঞ্জীব। সেই জন্যই তো জান্‌তে চাচ্ছি শ্যামলদা, মন্দিরের জোরে শূন্য কোন দিন পূর্ণ হয়েছে কি? মন্দির ত আগেও ছিল, তাহলে আমরা শূন্য হলামই বা কি করে?

শ্যামল। মন্দিরের সঙ্গে মানুষ যে দিন তফাৎ হয়, সেই দিন মন্দিরও হয় শূন্য, মানুষও হয় শূন্য! মন্ত্রিসভা আর খবরের কাগজ মানুষকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে দেখ্‌ছ না?

সঞ্জীব। মানুষের ময়লা মানুষের সঙ্গেই থাকে। আবার যদি মন্দিরকে বলবান্ করো, তাহলে ক্রমশঃ মন্দিরই হবে মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশার কারণ। রোগী ঠিকানা বদলালেই কি ব্যায়রাম সারে?

শ্যামল। সঞ্জীব, তুমি মন্দির বল্‌তে শুধু ইট কাঠের একটা বাড়ী মনে কর্চ্ছ কেন? মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা

মনের সংযোগ স্থাপনার এই হ'ল নিঃস্বার্থ প্রতিষ্ঠান! মন হারিয়ে লাভের ধারাপাত যত বাড়্ছে, ততই বাড়্ছে বিচ্ছেদ, শত্রুতা আর মৃত্যু। মনকে ফিরিয়ে আন্তেই হবে। তা যদি আন্তে হয়, তা হলে তার মতন একটা বেষ্টনী নির্মাণ করা চাই। মন্দির এই শব্দটায় তোমার কোন আপত্তি আছে না কি ?

সঞ্জীব। আপত্তি কিছুতেই নেই। জোর ক'রে যা কর, তা টিঁকিয়ে রাখ্তে পার্লেই ভাল। আমার আপত্তি হ'ল, কারুর দাবী এত বড় হওয়া উচিত নয় যে এইটাই ভাল, আর কোনটা ভাল নয়।

শ্যামল। কাজের থেকে বড় কিছু নেই। কাজের নিজস্ব ভাষা যেদিন ফুটে বেরোয়, সে দিন সন্দেহ, গবেষণা, ব্যক্তিগত রুচি অরুচির ভাষা শান্ত হয়ে যায়। তার আগে পর্য্যন্ত ভাষার লড়াই থামান যাবে না, বিশেষ এই জনতা-যুগে। দীর্ঘ ইতিহাসে একটা ভাবধারা হারিয়ে যায় ব'লে ভাবের আরাধনা ছেড়ে দিতে হ'বে কেন ? মানুষ মরে, তাই ব'লে খাদ্যের পরিবর্ত্তে বিষ খেতে হ'বে কেন ? যা কিছু হচ্ছে তাকেই ভাল বলে প্রখর হ'তে দেওয়ার নাম কি ভবিষ্যৎ ? ঘোড়ার কাজ হ'ল এগিয়ে যাওয়া, লাগামের কাজ হ'ল পেছু টানা। একটাকে মান্লে আর একটাকেও মান্তে হবে। আমাদের দেশে অনেক দিন হ'ল লাগাম নেই।

অক্ষয়ের প্রবেশ]

শ্যামল। এস অক্ষয়! তোমায় দেখে মনে হচ্ছে যে একটা ভাল খবর এনেছ ভয়-ভয় করে!

অক্ষয়। হ্যাঁ শ্যামলদা। গৌরীপুরের যুব-সম্প্রদায় রাজী হয়েছে, যে তাদের সভারা বিয়ে কর্‌বে এই মন্দিরে, তবে তাদের বিয়েতে পুরাকালের পেশারূপী জাতির হিসাব নেওয়া চল্‌বে না। জানি না, তুমি এতটা মান্‌বে কিনা! কুশলদা আস্‌ছেন। এইটাকে তিনি সর্ত্ত কর্‌বেন। আরও কিছু থাক্‌তে পারে। তুমি যা ভাল বোঝ শ্যামলদা, তাই কর। কই, তুল্‌সীদাদা—একটু জল আন, ত'! ভারী তেষ্টা লাগ্‌ছে আজ।

তুলসীর প্রস্থান]

সঞ্জীব। তাহ'লে এমনই সুখবর এনেছ অক্ষয়দা, যে জল না হ'লে আর নিজেই তৃপ্তি পাচ্ছ না।

অক্ষয়। যা বলেছ ভাই, যা কিছু কর্‌তে যাও—কেবল বাধা, আর বাধা। সকলের মন যোগাতে না পার্‌লে কিছুই করা যাবে না, আর—

সঞ্জীব। (হাসিয়া) আর কি ?

অক্ষয়। আর একেবারে শেষ দিয়ে আরম্ভ কর্‌তে হবে, নইলে কারুরই পছন্দ হবে না। একটু একটু ক'রে এগোতে হয়, এখনকার লোক আর এটা মানে না। আমি তাই বল্‌ছিলাম শ্যামলদাকে, কি দরকার পরোপকার করে ? মন্দির হয়েছে, বেশ শান্তিতে নিরপরাধ ভাবে একটু সময় কাটান যাবে; মাঝে মাঝে উৎসবাদি

কর্‌লে লোকজনও আসা-যাওয়া কর্‌বে। উপদেশের বাইরে না যাওয়াই ভাল। কিন্তু শ্যামলদা তা মান্‌ছেন কৈ? শ্যামলদার মন্দির যে মানুষকে খোঁচাবে, মৌচাকে ঘা মার্‌বে, তা বুঝিনি। ক্রমশঃই জটিলতা বেড়ে যাচ্ছে। সারা সহরে এই নিয়ে একটা গুরুতর তর্কযুদ্ধ চল্‌ছে। যা ভাল বোঝ, শ্যামলদা। সম্বিৎ এখনও এল না? তার গান শুন্‌লে মনটা ফিরে পাওয়া যায়।

জল লইয়া তুলসীর আগমন]

তুলসী। সম্বিৎ দাদু আস্‌ছেন মার পায়ের জবা ফুল নিয়ে।

সম্বিতের প্রবেশ]

গান

আমি মা তোর রাঙা পায়ের রাঙা জবা
আমি জড়িয়ে থাকি দিবানিশি
ওই রঙীন-করা চরণ-শোভা।
আমি হাসি কাঁদি ভাবি যত
লোকের দেখা পাইনা তত,
তোমার কালো পায়ের মিঠে পরশ
একাই জানি মনোলোভা
আমার লাগে ভালো যখন তখন
ওই পায়ের পড়ার প্রগলভা।
(প্রসাদী ফুল সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে)
আমি বল্‌তে জানি না,

আমি চাইতে জানি না,
তাই বলে মা আমায় তোমার
দিবে না কি চরণ-প্রভা ?
তোমার আসা যাওয়া কেমন,
কেমন মা তার বসন-ভূষণ,
রাঙা পায়ের গমন কেমন,
কও মা মনে মন-শোভা।
আমি ছোট ছোট ক'রে,
দাও মা ধরা হৃদয় ভরে,
সোহাগ তোমার যাই যে ভুলে—
স্বপন ভারে হই ত' জবা !
সীমায় এলে সইতে নারি,
ভেঙে নূতন গড়্তে পারি,
যে তোমারি সে আমারি—
আমি মা তোর গোপন আলোয় রাঙাজবা।

সঞ্জীব। শ্যামলদা, আমার প্রশ্নের উত্তর সাম্বিতের এই গানে পেয়েছি।

শ্যামল। তোমারই চিত্তাকাশের মেঘ সুরের বাতাস পেলে ঝরে পড়ে, সঞ্জীব। না ঝরা পর্য্যন্ত নিজের মেঘকে নিজে আর কজন দেখ্‌তে পায় ?

সঞ্জীব। আজ থেকে আমি তোমারই, শ্যামলদা ! ওই যে কুশলদা আস্‌ছেন।

কুশলের প্রবেশ]

কুশল। শ্যামলদা, তোমার এই ব্রত আমরা আন্তরিক সমর্থন কর্চ্ছি। কিন্তু সহায়তা করতে পারি একটা সর্ত্তে। সর্ত্তটি হ'ল এই, যে এই মন্দিরে যুবক-যুবতীর বিবাহে দেনা পাওনার কোন স্থান থাকবে না,—আর,

সঞ্জীব। তোমার এই সামান্য সর্ত্তকে এত কঠিন ব'লে মনে কর্চ্ছ, কুশলদা? আমি ভেবেছিলাম এমনই একটা সর্ত্ত হবে যাতে সমস্ত পরিকল্পনাটি নষ্ট হয়ে যায়। অক্ষয়, ভাই, এইবার দেখ্ছি অভিযানের দুন্দুভি বাজ্ল।

কুশল। সর্ত্তটি শুন্তে সোজা, কিন্তু নানারকম আপোষ ও কৌশলের মধ্য দিয়ে সর্ত্তটি দুদিনেই ধোঁয়ার মত মিলিয়ে যাবে! এই জন্যই এটাকে আমি কঠিন সর্ত্ত করতে চাই। কোন অজুহাতে যদি এই সর্ত্তের লাঘব হয়, তাহ'লে শ্যামলদা, তোমার এই মন্দিরের দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। এতে তুমি রাজী?

শ্যামল। অক্ষয়, তুমি কি বল?

অক্ষয়। আমরা ত তৃতীয় পক্ষ। আমরা সহজেই হাঁ বল্তে পারি। কিন্তু অভিভাবকদের দল এটা যদি পছন্দ না করে, তাহলে মূল চেষ্টাটাই নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে।

কুশল। অভিভাবকদের ইচ্ছা যাতে এই মহান্ ব্রতকে নিষ্ফল করতে না পারে, তার জন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, যে বিশ্বমায়ের মন্দিরে অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে সব বিবাহ হবে, তাতে পাত্রপাত্রীর পিতা মহাশয়রা উপস্থিত থাকতে পারবেন না।

শ্যামল। সেইরূপই আরম্ভ কর, আমি রাজী আছি।

কুশল। তাহলে শ্রী অংশু দাসই আমাদের প্রথম বর। অংশু বাইরে অপেক্ষা করছে। তুলসীদা, অংশুকে ডেকে আন ত? তুলসীর প্রস্থান]

শ্যামলদা, অংশু বিবাহ করবে একটি মেয়েকে, যাকে ও অনেকদিন ধ'রে চেনে, আর যাকে ও জীবনের চেয়েও আপন ব'লে মনে করে।

কুশল। (হাসিয়া) কতদিন? তুলসী ও অংশুর প্রবেশ]

শ্যামল। এস ভাই অংশু, বস।

সঞ্জীব। তোমার লেখাপড়া নিশ্চয়ই শেষ হয়েছে, অংশু।

অংশু। (নমস্কার করিয়া) আমি কয়েক মাস হ'ল একটি দড়ির কারখানা খুলেছি। কাজ ভালই চল্ছে। কাজের দিক থেকেই আর এক জনকে দরকার হয়েছে।

সঞ্জীব। তোমার বাবার নামটি কি, জান্তে পারি?

কুশল। সর্ত্ত-ভঙ্গের ভাবনাটা তোমার মনেই বেশী ছিল, সঞ্জীব-দা, অথচ তুমিই প্রথম সর্ত্ত-ভঙ্গের অবতারণা কর্চ্ছ।

সঞ্জীব। আমরা বাপমায়ের পরিচয় জান্তে পারো না—এতো বড় কঠিন সর্ত্ত—! কুশলদা।

সম্বিৎ। কিছু না জেনে শুধু চোখে দেখা বিয়ে দিলে, সে বিয়ে কি সমাজ মান্‌বে? বিয়ে জিনিষটা শুধুই বরকনের জন্যে নয়, কুশলদা।

কুশল। তাহ'লে সর্ত্ত নিয়ে বিচার বিবেচনাই আগে দরকার। কি বল শ্যামলদা?

শ্যামল। না ভাই, অনেক ভেবে তবে কথা দিয়েছি। সবাইকে নিয়ে বিচার বিবেচনা করতে বস্‌লে বিচার বিবেচনা কোন দিন শেষ হবে না। যারা কাজে নামে, তাদের নিজেদের জন্য বিচার-বিবেচনার দরকার; পরকে পেতে হবে তর্কের মধ্য দিয়ে নয়, কাজের মধ্য দিয়ে। এইখানটায় চাই বিশ্বাস। আমার বিশ্বাস আছে ব'লেই তোমায় কথা দিয়েছি।

সম্বিৎ। এই বিশ্বাস জিনিষটা কি কর্‌লে পাওয়া যায়, শ্যামলদা?

শ্যামল। এই বিশ্বাস বস্তুটা না থাক্‌লে আমি আমার ব্রতের জন্য বিশ্বমায়ের মন্দির স্থাপনা কর্‌বো কেন? তা'হলে বরং খবরের কাগজে পণ-প্রথার বিরুদ্ধে নানারকমের প্রবন্ধ লিখ্‌তাম, আর শেষবেশ আইন-পরিষৎ থেকে পণ-প্রথার বিরুদ্ধে একটা আইন পাশ করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা কর্‌তাম।

সঞ্জীব। সত্যি শ্যামলদা, এই কথাটাই আমি বার বার ভাব্‌ছি, যা জনসম্মতভাবে আইন-সভা থেকে সাব্যস্ত ক'রে নেওয়া যায়, তাকে এইভাবে বিদ্রোহাত্মক ক'রে অনুষ্ঠান কর্‌তে চাচ্ছ কেন? কি বিপদই না এর মধ্যে দিয়ে আস্‌তে পারে!

অক্ষয়। কি বুঝেছ শ্যামলদা, বলই না! আজ বেশ একটু গুমোট ব'লে মনে হচ্ছে না?

সম্বিৎ। দেখুন না, আজ রাতেই বোধ হয় জল হবে।

পূজারীর প্রবেশ]

(শ্যামলের প্রতি) মন্দিরে একটি মা এসেছেন; আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চান।

শ্যামল। সর্ত্ত না ভেঙে তোমরা আলাপ কর, আমি আস্‌ছি।

সঞ্জীব। অংশু, ভাই, তোমায় ভাল লাগ্‌ছে ব'লেই তোমার পরিচয় জানবার কৌতূহল হচ্ছে। তোমার পরিচয় থেকে আমাদের বঞ্চিত কর্‌বে অংশু?

কুশল। আমার সর্ত্ত, সঞ্জীব দা!

সঞ্জীব। ভাল! তোমার দড়ির কারবারে আয়কর দিতে হবে, অংশু?

কুশল। (ব্যস্ত হইয়া) আয়কর যারা দেয় না, তাদের বিবাহ তাহ'লে এই মন্দিরে হ'তে পার্‌বে না, সঞ্জীব দা? তুমি কি বল, অক্ষয়দা?

অক্ষয়। আমি নিয়মকাননের কিছু বুঝি না, ভাই। তোমরা পার্‌লেই পারবো।

তুলসী। অক্ষয়দা আমাদের গানের মাষ্টারমশাই। নিজের চেয়ে আসরকেই বড় বলে জানেন।

অক্ষয়। তাহ'লেও মানুষ সম্বন্ধে কিছু না কিছু জান্‌তে ইচ্ছে হয়।—যাদের নিয়ে কাজ, তাদের পরিচয় না পেলে মনটা যেমন বেকুব হ'য়ে থাকে। মানুষ আর পাথরের মূর্ত্তিতে তফাৎ নেই কুশলদা?

কুশল। অন্ততঃ পাথরের মূর্ত্তির সঙ্গে কারুর ঝগড়া হয় না, যেহেতু কেউ তাকে প্রশ্ন করে না।

সম্বিৎ। তাহ'লে কুশলদা, পরিচয় যত বাড়ে, ততই ঝগড়া হয়?

কুশল। প্রশ্ন বাড়্‌লেই পরিচয় বাড়ে না। পরিচয় যখন আসে, প্রশ্নকে অতিক্রম ক'রেই আসে, আবার প্রশ্ন যখন আসে, তখন উত্তম পরিচয়কেও অস্বীকার করে আসে।

তুলসী। কিন্তু কার সঙ্গে কার বিয়ে হচ্ছে—এটা না জান্‌লে আমরা রাতে ঘুমিয়ে ভূতের স্বপ্ন দেখ্‌বো না ত, কুশলদাদু ?

কুশল। নিজে ভূত না হ'লে আর ভূতের স্বপ্ন দেখ্‌বে কেন, পরিচয় ত' পরে পাবেই।

সঞ্জীব। (অংশুর প্রতি) হ্যাঁ ভাই, কনেটি যে তোমায় বিয়ে কর্‌তে রাজী হয়েছে, তা তুমি জান্‌লে কি করে ?

সম্বিৎ। এই প্রশ্নে কুশলদার আপত্তি নেই বোধ হয় ?

কুশল। (হাসিয়া) না। বরং শোন্‌বার জন্য আমিই একটু উৎকর্ণ হ'য়ে আছি।

অংশু। ওটুকু ব্যক্তিগত ভাবে আমি জানি, সঞ্জীবদা।

সঞ্জীব। জান্‌লে অক্ষয়দা, আমি কারুর কাছে কখন সদুত্তর পাই না।

কুশল। সঞ্জীবদা, তুমি মানুষকে পচ্ছন্দ কর শুধু উত্তর পাবার জন্য। তুমি নিজে যেমন শুধু প্রশ্ন নয়, মানুষও তেমনি শুধু উত্তর নয়। তুমি যখন প্রশ্নের সদুত্তর পাও না, তখন বুঝ্‌তে হবে যে, তুমি তোমার প্রশ্নের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দাও না।

সঞ্জীব। অংশু ভাই, কিছু মনে কোরো না, আমি শুধু শুধুই তোমাকে বিব্রত করেছি।

অংশু। (সঞ্জীবের পায়ে হাত দিয়া), না সঞ্জীবদা।

সঞ্জীব। একি ভাই, সত্যিই তোমার স্পর্শ অত্যন্ত মিষ্ট। বুঝেছি, মেয়েটী যে তোমায় বিয়ে কর্‌তে রাজী হয়েছে, তাব প্রমাণ তুমি নিজে।

অক্ষয়। এইবার একটু বাতাস বইছে না? জান্‌লে সঞ্জীবদা, বিয়ে হল একটা বন্ধন—যা মেয়েরাই চায়।

সঞ্জীব। তর্ক কর্চ্ছি না অক্ষয়দা, মেয়ে মানুষের অন্তর মানে দেহ, আর বুদ্ধি মানে অবলম্বন।

কুশল। যা অন্তর-বিকাশের শেষ পরিণতি।

তুলসী। শ্যামলদাদুর আস্‌তে বোধ হয় দেরী হবে। সম্বিৎদাদু ততক্ষণ একটা গান কর না কেন?

সঞ্জীব। সেই ভাল; সম্বিৎ।

অক্ষয়। গা ভাই গা।

কুশল। তুমি স্বচ্ছন্দে গাও, সম্বিৎ, গান আমিও একটু একটু জানি।

সম্বিতের গান

কি জানি ফুলের কথা
কি জানি মনের কথা
কি জানি দেওয়া নেওয়া মনভরা ঐ আলাপনে।
কি সুরে বনের পাখী
হাওয়ায় করে হাঁকাহাঁকি
কি জানি ভালোয় ভালোয় গড়িয়ে যাওয়া নিরজনে।

শুধু কি আলোই আলো,
আর কিছু কি নয় ক' ভালো,
নিশা কি দেয় না আলো প্রেমিকের ছিন্নমনে।
আঁধারে ফুটায় যারে,
আলো যে লুকায় তারে,
আঁধারেব প্রাণের ভাষা আলোতে রয় সঙ্গোপনে।
না জানা দূরের ব্যথা নেচে যায় আপন মনে।

শ্যামলের প্রবেশ]

কুশল। সম্বিতকে কোথায় পেয়েছ, শ্যামলদা ?

শ্যামল। ও হ'ল মায়ের দান। এখন শোন কুশল, শোন অক্ষয়, শুধু আমরাই জান্‌লাম—কাল সন্ধ্যালগ্নে এই মন্দিরে অংশুর বিয়ে হবে। সবাই আস্‌বে। এখন সবাই একটু মিষ্টিমুখ কর দেখি! তুলসী, দাদু, যাও ত, একেবারে এক কুঁজো জল নিয়ে এসো।

———

৩য় দৃশ্য

ডাক্তার বৈদ্যনাথ দাসের অভ্যন্তর কক্ষ

বৈদ্যনাথ। এইভাবে আমাকে অপমান করার কারণ কি, নিবারণ ? তোমার স্পর্দ্ধা ত বড় কম নয় ?

নিবারণ। আমায় জুতার বাড়ি মারুন, ডাক্তার বাবু, আমার

আগুন খেয়ে মর্‌তে ইচ্ছে যাচ্ছে ; আপনার পদতলে থাক্‌বার মনিষ্যি নই আমরা ; আমার ঐ মেয়েটা দেখ্‌ছি একটা মিটমিটে সয়তান। ছেলেবয়সে ওর ডবল নিমে হয়েছিল, ডাক্তারবাবু—কেন মর্‌তে বাবা তারকেশ্বরের দোর ধ'রে বাঁচিয়েছিলুম। আপনার সোনার ছেলে অংশুবাবুর মাথাটা নিশ্চয়ই ঐ কালপেঁচিটা খারাপ ক'রে দিয়েছে, ডাক্তারবাবু !

(ডাক্তার বৈদ্যনাথের পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে)

—এই সব জন্তুদের জন্য সারাদিন গতর খাটাই, ডাক্তার-বাবু। আমার মুখে আগুন তুলে দিন, ডাক্তারবাবু।

বৈদ্যনাথ। আচ্ছা যাও। আমি জানি, তুমি এ সবের কিছুই জান না। আমার চোখ এড়িয়ে এই সব ঘটে গেল !

নিবারণ। আপনি ক্ষমা না কর্‌লে আমি যাই কি ক'রে, ডাক্তার-বাবু ? এর আগে কেন আমি চিতায় পুড়্‌লুম না !

বৈদ্যনাথ। তোমার কোন দোষ নেই, নিবারণ। তুমি যাও। সবই আমার বরাত।

নিবারণ। আমবা আপনার খেয়ে মানুষ, ডাক্তার বাবু, আমার কি হবে ?

বৈদ্যনাথ। তা হলে আমার পা ছুঁয়ে শপথ কর —

(নিবারণ ব্যস্ত হইয়া ডাক্তারবাবুর পায়ে মাথা রাখিল)

বৈদ্যনাথ। শোন নিবারণ, তাহ'লে এই প্রতিজ্ঞা কর, যে আমার ঐ কুষ্মাণ্ড ছেলে অংশুকে তুমি কখন তোমার বাড়ী ঢুকতে দেবে না।

নিবারণ। আমি বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি, ডাক্তারবাবু; আমার বাড়ী আপনি পুড়িয়ে দিন, ডাক্তাববাবু।

বৈদ্যনাথ। তুমি আজ কাজে গেলে না ?

নিবারণ। কার জন্যে কাজ, ডাক্তারবাবু! আমি বিবাগী হবো।

বৈদ্যনাথ। আচ্ছা যাও, যা হয় আমিই কর্‌বো! তুমি আমায় না বলে কিছু কোরো না।

নিবারণের প্রস্থান]

বৈদ্যনাথ। শনৎ!

শনতের প্রবেশ]

এ ব্যাপারটা তোমরা জান্‌তে ?

শনৎ। না বাবা। আপনিও যেমন জান্‌তেন, আমরাও সেইরকম জান্‌তাম।

বৈদ্যনাথ। আমি কি জান্‌তুম হতভাগা ? এই কুলুঙ্গীপানা মেয়েটা আমার বাড়ী খেয়ে মানুষ, এই ত জানি। ভিতর ভিতর এই সব! ছোট বড় জ্ঞান নেই ? ছোট লোক ভদ্রলোক বিচার নেই ? মান, ইজ্জত, সমাজ, সংসার—এ সব কিছুই কিছু নয় ? স্বাধীনতা! স্বাধীনতা যারা চোদ্দপুরুষে দেখেনি, তারা মনে করে স্বাধীনতা যেন একটা কি ?

শনৎ। আপনিই ত ছোট বয়স থেকে দাদার বিয়ে দেবো, বিয়ে দেবো কর্‌তেন। দাদা নিশ্চয়ই বিয়ে-পাগলা হ'য়ে গিয়েছিল।

বৈদ্যনাথ। হতভাগা সে কথা আমাকে বল্‌ল না কেন? ব্যবসা কর্‌বে, উন্নতি কর্‌বে, তারপর বিয়ে কর্‌বে, এই কথাই ত শুন্‌ছি। হ্যাখ, তোরা নিশ্চয়ই জান্‌তিস্। খবরদার আমার সাম্‌নে মিথ্যে বল্‌বি না। (স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া) শুন্‌ছো, লুকিয়ে আছ কেন? শুন্‌তে পাচ্ছ না তোমার গুণধর পুত্রের কাহিনী? তোমার গর্ভে এমন উল্লুকও জন্মেছিল? কথা কইছ না যে? এই বউ নিয়ে এখন ঘর কর্‌তে হবে নাকি?

নিরুপমার প্রবেশ]

নিরুপমা। তোমার যেমন মাথা খারাপ হয়েছে! আমি একটা ঘরামির মেয়েকে ঘরের বউ ক'রে তার সেবা কর্‌বো? এ কথা তুমি মুখে আন্‌বে না বলে দিচ্ছি।

বিজনের প্রবেশ]

বৈদ্যনাথ। (বিজনের প্রতি) হুঁ। তারপর? লোকে হাততালি দিচ্ছে? বল্‌ছে কায়স্থর ছেলে শুদ্দুর হল?

বিজন। দাদাকে আপনি বিলেত পাঠাচ্ছিলেন। দাদা বিলেত গেলে নিশ্চয়ই মেম বিয়ে কর্‌ত।

বৈদ্যনাথ। একটা হাড়ি বা ডোম বিয়ে কর্‌ত! ওটা একটা মানুষ? ওটা একটা কথার ঝুড়ি। বিয়ে কর্‌বি ত মেয়ের অভাব ছিল? কত ধনী গুণী মেয়ে দেবার জন্য সাধাসাধি কর্‌ছিল। যাক্, আমার মান ইজ্জত সব গেছে। বাকী ছেলেগুলোর বিয়ে কি জেলে কৈবর্ত্তদের ঘরে দিতে হবে? উঃ, এত স্বার্থপর! ছোট ভাইদের কথা

একবার ভাব্‌লো না। পাষণ্ড! জান্‌লে, এদের সাহিত্য শুধু জচ্চুরি। এরা মেয়ে-কাঙাল। এদের আবার স্বাধীনতা, এদের আবার দেশ ?—

নিরুপমা। চুপ কর, চুপ কর। চেঁচিয়ে অপবাদ বাড়াচ্ছ কেন ? ও ছেলেকে গৌরীপুর থেকে বিদেয় করে দাও। আমি মনে করবো একটা ছেলে আমার নেই।

বৈদ্যনাথ। আমার গলা ছেড়ে কাঁদ্‌তে ইচ্ছে যাচ্ছে।

বাহির হইতে নিকুঞ্জ ও হরিহর]

বদ্যিনাথ দা ? বদ্যিনাথ দা আছ ?

নিরুপমার প্রস্থান]

নিকুঞ্জ ও হরিহরের ভিতরে প্রবেশ]

নিকুঞ্জ। তাহ'লে একথা সত্য—অংশু একটা ঘরামির মেয়েকে লুকিয়ে বিয়ে করেছে ?

হরিহর। বিয়ে বল্‌লেই বিয়ে ? সম্প্রদান কর্‌লে কে ? আর জাত বেজাতে বিয়ে হ'লই বা কি-করে ?

নিকুঞ্জ। রাস্কেলগুলোকে একবার আমার আদালতে পেলে দেখিয়ে দি। আমি তোমায় বার বার বলেছিলুম বদি দা, তুমি তোমার ছেলের অত প্রশংসা কোরো না। গুরু-জনের সাম্‌নে কি রকম উঁচিয়ে তর্ক কর্‌ত। আমার ছেলেকে আমি কখন ওরকম আস্কারা দিই নি। তখন শোননি আমার কথা—ছেলের তর্ক শুন্‌তে খুব মজা পেতে! এখন মজাটা কেমন লাগ্‌ছে বল ?

হরিহর। মেয়েটা শুন্‌লাম চেনাশুনো ?

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ যে নিবারণ-ঘরামির কালকাসুন্দে মেয়েটা। তোমার বাড়ীতেই বোধ হয় শুভদৃষ্টিটা হয়েছিল, কি বল, বদি দা ?

হরিহর। কি ছেলের কি নজর! তোমায় কতদিন বলেছি বদিদা, ছেলেটা এলোমেলো, বড্ড কবিতা ভালবাসে, পুরুষ মানুষদের মোটে পছন্দ করে না— ও আবার সন্ন্যাসী হব বল্‌ত। (উচ্চ হাসিয়া) যৌবন আমাদেরও হয়েছিল। কতবার বদিদাকে বল্‌লাম, ছেলের বিয়ে দাও। ঐ ছেলে কখন আল্‌গা রাখে ?

নিকুঞ্জ। কি বলিস্ শন্‌তা! দেখ্‌ছিস্ কি ? তুইও একটা হরিজনের মেয়ে বিয়ে ক'রে ফেল। বাপব্যাটা আর কি কর্‌তে পারে ? কেমন ঝাঁটা হাতে ক'রে হেলে দুলে রাস্তা ঝাঁট দেয়! কি বল্, নিশ্চয়ই বিশ্বমায়ের মন্দিরে যাতায়াত কর্চ্ছিস্ ?

শনৎ। দাদা বিয়ে করেছে নিজের স্বাধীন মতে। আপনি বরং তপনদাকে আগ্‌লান।

নিকুঞ্জ। আমার ছেলের নজর কখন অমন ছোট হবে না। এমনিই সে এখন ভাড়াটের মেয়েকে বিয়ে কর্‌তে চায় না।

বিজন। আপনি নিজেই ত ভাড়াবাড়ীতে থাকেন।

হরিহর। নিকুঞ্জ ভাড়াবাড়ীতে থাকে দয়া ক'রে। ইচ্ছে কর্‌লে ও চার চারখানা বাড়ী কর্‌তে পারে।

শনৎ! ক'রে দেখালে ক্ষতি কি ?

নিকুঞ্জ। তোর দাদা যেমন দেখিয়েছে! চুপ ক'রে আছ কেন বদিদা? তুমিও কি প্রগতির দলে? অ-বা-ধ বিবাহের দলে নাকি? সত্যিকথা বল্‌ছি বদিদা, তোমাকে একেবারে নিষ্পাপ ব'লে মনে হচ্ছে না আমার।

বৈদ্যনাথ। তা যা বলেছ, নিকুঞ্জ। বোসো, বোসো! হ্যাঁ গা, একটু চা কর না। বল্‌ছিলাম, বিশ্বমায়ের মন্দির হয়েছে, সেখানে অনেক উচ্চাঙ্গের ভক্ত আছেন, শুনেছিলাম। ছেলেটার কথায় একদিন গিয়েছিলাম দেখ্‌তে! ছেলেবয়েস থেকে কুষ্মাণ্ডটা কেবল মঠ আর মন্দির-করেছে—ওর মতিগতি কখন স্থির হল না। সেই জন্য ছোট থাক্‌তেই আমি ওর বিয়ে দেবো ঠিক করেছিলুম, কিন্তু ঘটনাচক্রে তা আর হ'য়ে উঠ্‌ল কৈ।

হরিহর। যাবে কোথায়, হাতে হাতে ফল পেলে। তখন অমন পাত্রী এনে দিলুম। ছেলে বিয়ে পাশ করেছে, কিছু একটা কর্‌বেই। (নিকুঞ্জের প্রতি) তোমাদের কোর্টের অন্নদা বোসের মেয়ে। মেয়েটার যেমন লেখাপড়া, তেমনি সুশ্রী—মুখে যা একটু বসন্তর দাগ। তা বাপু টাকায় পুষিয়ে দিচ্ছিল। তাতে মন উঠ্‌ল না। বদিদা কি বল্‌লে জান, নিকুঞ্জ! বিয়ের টাকা কি টাকা? ঐ টাকার পিছন পিছন ঘরে ভূত ঢোকে! ছেলে ঐ মেয়ে দেখে কখন পছন্দ করে? নাও, এখন ঝোলাও গেল, মাছও গেল। সজ্জনের অভিশম্পাত

গো, সজ্জনের অভিশম্পাত। হাতে হাতে ফলে গেল !

প্রহ্লাদের প্রবেশ]

নিকুঞ্জ। কিছু সন্ধান করতে পারলি প্রহ্লাদ ? ওরা ও রকম মেয়েধরার কারবার আগে কিছু করেছে কিনা ? ভক্তগুলো দাগী ফেরার কিনা ? বদিদা, চল, চল, থানায় একটা ডায়েরী করে দি।

বৈদ্যনাথ। আমার কপালে যা ছিল হ'য়ে গেছে। এ নিয়ে থানা পুলিশ ক'রে আর কি করবো বল ! নেহাৎ এই বাচ্ছাকাচ্ছাগুলো। নইলে সংসারের মুখে আগুন জ্বেলে এতক্ষণ কাশী চ'লে যেতুম।

নিকুঞ্জ। তুমি শন্তা আর বিজনের জন্যে ভাবছ ? ওরা তোমার আমার মত বাবা কাকাকে পাঁচ হাটে কিনতে পারে। তুমি আবার এইসব ছেলের গর্ব্ব কর !

চা লইয়া নিরুপমার প্রবেশ]

প্রহ্লাদ। এই যে বৌদি, আসতে আসতেই চা ! সকাল থেকেই বৌভাতের ভিয়েন বসিয়েছ তাহ'লে ! আজ দিচ্ছ, দাও। কথাটা এখনও প্রকাশ হয়নি ব'লে খাচ্ছি। এর পর কিন্তু খাওয়া ব'লে আর সাধাসাধি কোরো না। এখন থেকে তোমরা ঘরামির কেলাসে চলে গেছ।

নিরুপমা। আমি কি ঐ ছেলে আর বৌ নিয়ে ঘর করবো মনে করেছ, ঠাকুরপো ! ও বিয়ের সঙ্গে আমাদের কি ?

নিকুঞ্জ। এখনকার ছেলেরা ত বিয়ে ক'রে আলাদা থাকতেই

ভালবাসে। তুমি আর বদিদা ছেলে-বৌর বাসায় যাবে না বল্‌ছ, বৌদি ?

বৈদ্যনাথ। তা ছেলে যদি নিবারণের বাড়ী মুখো না যায়, আর নিবারণের পরিবার যদি ওদের বাড়ীতে না ঢোকে, তাহ'লে আমি হদ্দমদ্দ এক আধ বার ঐ কুলাঙ্গারটার বৈঠকখানা ঘরে বসে আস্‌তে পারি।

হরিহর। হয়েছে! উলু না দিতেই হয়েছে! বৈঠকখানা ঘরে বসে বৌমা একটু চা কর ত;—তারপর, বৌমা একটু পাঁপর ভাজ ত!—তারপর, শনতের কনে দেখ্‌তে চল ত! —তারপর, লক্ষ্মীপূজার আলপণা দাও ত!—উনি কাশীধাম চল্‌ছিলেন! একটা বস্তির মেয়ে তোমার ঘরের মালক্ষ্মী! তোমার পোষাবে বদিদা! আমাদের আর এ বয়সে তোমাদের বাড়ী পাতাপাড়া চল্‌বে না। একটা রুচি অরুচি আছে ত?

নিরুপমা। চুপ কর ঠাকুর পো। আমার বাড়ীতে ঘরামির মেয়ের জায়গা কখন হবে না! আমার হেঁসেলে তার নিশ্বেস কখন পড়বে না। আমি এ বিয়ে স্বীকারই করি না।

নিকুঞ্জ। তা আমি জানি বৌদি। এখনও ভদ্রলোকের মেয়েদের জন্যে জাতটা বেঁচে আছে। কই, ইংরেজদের ছেলেরা নীচু ঘরে বিয়ে করে? তাদের বেলা সেটা হ'ল মর্য্যাদা, রুচি কৃষ্টি! আর আমাদের বেলায় হ'ল গোলামী, ভেদ, কুরুচি। ঝি চাকরাণীদের বিয়ে করা

আরম্ভ হ'লে ফল কি হবে একবার ভেবে দেখেছ? চল, চল, বদিদা, শিগগীর থানায় একটা ডায়েরী ক'রে দেবে চল।

বৈদ্যনাথ। ছেলে ত আর নাবালক নয়, যে ডায়েরী কর্‌বো, ও ছেলে এখন ত্যজ্যপুত্র।

হরিহর। (চা খাওয়া শেষ করিয়া) চলই না বদিদা, তবু ত লোকে বল্‌বে তুমি কিছুই জান্‌তে না। নিজের গাটা বাঁচিয়েই রাখ না।

বৈদ্যনাথ। মেয়েটাও নাবালক নয়। আমার মনে হয় না— পুলিশ এ নিয়ে মাথা ঘামাবে। বিয়ে হয়েছে শুন্‌ছি এই পর্য্যন্ত। হয়েছে যে তাই বা আমি জান্‌লাম কি করে?

নিকুঞ্জ। পুলিশের এক্তার না থাকে, পুলিশ কিছু কর্‌বে না। তুমি ব্যাপারটা জানিয়ে রাখ। এতে তোমার ভালই হবে বদিদা! শুধু তোমার ছেলের জন্যে বিশ্বমায়ের মন্দির হয়নি। ফৌজদারী সাত আট নম্বর বাঁধ্‌বেই। তোমার নিজেকে ত বাঁচাবার দরকার আছে। চল, চল।

বৈদ্যনাথ। তা যখন বল্‌ছ, চল।

৪র্থ দৃশ্য

জমিদার বাটী—সদর ঘর

জমিদার শিবরতনবাবু ও রমাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় সদর ঘরে বসিয়া আলোচনা করিতেছেন।

শিবরতন। আজ কদিন সহরের বাইরে গেছি, এরই মধ্যে এই রকম ওলট পালট! পূর্ব্বাপর ঘটনাটা কি বলুন ত, ভট্টাচার্য্য মশায়? কি শুন্‌লেন পরম্পরায়!

রমাকান্ত। ব্যাপার ঘনীভূত, ঘনীভূত। মন্দিরের দরজায় ও অভ্যন্তরে গুলি চলেছে। চারিদিকে লোক উত্তেজিত। কলকাতায় তার গেছে। বৌ হারিয়েছে, জামাই মরেছে, ঘোর কলি, ঘোর কলি! গৃহ যাবে, সমাজ যাবে—

শিবরতন। বলছেন কি, ভট্টাচার্য্য মশাই? কাদের বিয়ে? কারা আয়োজন কর্‌ল? পুলিশ এল কেন? পুলিশকে ডাক্‌লেই বা কে? এর ওপর গুলিছোড়া এবং প্রাণে মারা সবই হ'য়ে গেল!—আমাদের অনুকূলবাবু, মণিবাবু, চৌধুরী মশাই—এঁরা কোথায় ছিলেন? আমার মাথায় ভাল ক'রে কোন কথাই ঢুক্‌ছে না। এত আকস্মিকভাবে এত বড় বিপর্য্যয় ভাব্‌তে পার্চ্ছি না।

রমাকান্ত। আপনার অনুপস্থিতিতে এই দুর্য্যোগ ঘটে গেছে। তা আকস্মিক বিপদ কি আর সংবাদ দিয়ে আসে?

শিবরতন। সমস্যাটা কি বুঝ্‌ছেন, ভট্টাচার্য্য মশাই?

রমাকান্ত। একজন যা করেছে, তা যে সবাই কর্‌বে, তা প্রমাণিত হয় না। সুতরাং কাল্পনিক বিপদের জন্য ক্ষুব্ধ ও আলোড়িত হওয়ার সার্থকতা কিছু নেই। আমি তদ্বিষয়ে আদৌ বল্‌ছি না। কিন্তু ঘটনাটা বাহ্যতঃ ঘনীভূত হয়ে যাচ্ছে। বিবাহ কার্য্য গৃহে অনুষ্ঠিত হবে, এই আমাদের চিরন্তন প্রথা। বিদেশীদের মত মন্দিরে বিবাহের প্রচলন হওয়া কি বিধেয়? মন্দির হ'ল মুক্তি, মোক্ষ, ও সংসার-বন্ধন থেকে উদ্ধার লাভের স্থান। সংসার-বর্দ্ধনের জন্য মন্দির নয়। ওখানে বসে বিয়ে দেওয়া সম্পূর্ণ অশাস্ত্রিক। আপনারা ভাবিত নীচু ঘরের মেয়েকে বিয়ে কবা নিয়ে। ওটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। শাস্ত্রে ও রকম উঁচু নীচু নেই। উঁচু ঘরের ছেলে নীচু ঘরে বিয়ে কর্‌তে পারে। আগে এরকম বিয়ে ভূরি ভূরি হ'ত। কিন্তু প্রকৃত প্রশ্ন হ'ল বিবাহকার্য্য মন্দিরে অনুষ্ঠিত হ'তে পারে কিনা? বিবাহ একটা অত্যাবশ্যক মোহ, এ মায়ার অন্তর্ভুক্ত। আর মায়া-ছেদনের জন্য ঈশ্বর-ভূমি রূপ মন্দির—সেখানে এই মায়া-বর্দ্ধনের কার্য্যকে প্রশ্রয় দেওয়া কখনই উচিত নয়। আমি বলি, আপনারা এই বিষয়েই প্রাণিধান করুন।

শিবরতন। বিশ্বমায়ের মন্দিরে গুলি চলেছে, এটা কি সত্য সংবাদ, ভট্টাচার্য্য মশাই?

রমাকান্ত। পরম্পরায় অবগত হ'লাম, তদনুসারে সত্য।

শিবরতন। দেশের লোক গুলির পক্ষে, না বিপক্ষে?

রমাকান্ত। গুলি বস্তুটার একপক্ষ প্রায়ই হয় না। এখন পুলিশের সঙ্গে যুব-সম্প্রদায়ের বিরোধ বেঁধে গেছে। বড়ই ঘনীভূত, বড়ই চিন্তার বিষয়।

রমেন্দ্র বাবু ম্যানেজারের প্রবেশ]

শিবরতন। কি শুন্‌লেন, ম্যানেজার বাবু!

রমেন্দ্রবাবু। এখনই একবার বাইরে চলুন। একটুও সময় নেই।

শিবরতন। বলেন কি? হয়েছে কি? বিয়ে হয়েছে, হয় ভাল, না হয় মন্দ—তার জন্য আইন আদালত আছে। এর মধ্যে পুলিশ আর বন্দুক কিসের? ব্যাপারটা কি বলুন ত?

রমেন্দ্র। বিশ্বমায়ের মন্দিরে প্রথম দিন একটি, আর তার পর দিন তিনটি বিয়ে হ'য়ে গেছে। আপনি তৈয়ারী হ'য়ে নিন, সব কথাই বল্‌ব। শ্যামলভাইকে পাওয়া যাচ্ছে না।

শিবরতন। রাখুন্ আপনার শ্যামল ভাই! দেশে খামকা একটা অরাজকতা বাঁধিয়ে দিলে? কাজটা কি শুনি? এখনই কোথায় যেতে বল্‌ছেন?

রমেন্দ্র। শেষ দিন যে তিনটি বিবাহ হয়েছে, তার মধ্যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মেয়ে একটি। সেই জন্য পুলিশ খামকা বাড়াবাড়ি করেছে। কলকাতা থেকে মন্ত্রীমশাই আস্‌ছেন। এখনই একটা মীমাংসা না হ'লে বিশৃঙ্খলা বেড়ে উঠ্‌বে। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব আপনার পরামর্শ চাচ্ছেন। আপনিই বিশ্বমায়ের মন্দিরের পৃষ্ঠপোষক। এ সম্বন্ধে আমি তাঁকে কিছুই বল্‌তে পার্‌লাম না।

শিবরতন। তিন তিনটে বিয়ে! আর দুটির খবর কিছু পেয়েছেন, রমেন্দ্রবাবু?

রমেন্দ্র। জানি, তার মধ্যে আপনার বাড়ীরও একটি।

শিবরতন। (চীৎকার করিয়া) তুমি ক্ষেপেছ নাকি, রমেন্দ্র-বাবু! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা? মন্দিরে ভোগরাগ দিই ব'লে আমারই ঘরে অত্যাচার? কে?—আমার দীপা মা? না, কখনই তা হ'তে পারে না। রমেন্দ্র-বাবু, চুপ ক'রে আছ যে? তুমিও কি বরেদের মধ্যে একজন নাকি? তোমার মাথা আমি চুরমার ক'রে দেবো।

রমেন্দ্র। আপনি কেন উত্তেজিত হচ্ছেন! গত বছর আমার বিবাহে আপনি নিজে উপস্থিত হ'য়ে যৌতুক দিয়ে ছিলেন, আপনার বিস্মরণ হচ্ছে কেন?

শিবরতন। (শান্ত হইয়া) ঠিক; কিছু মনে কর্‌বেন না, ম্যানেজার বাবু, আমি সত্যই উত্তেজিত হ'য়ে পড়ে-ছিলাম। চলুন তাহ'লে; গাড়ী হাজির আছে ত?

কুলদা পুরোহিতের প্রবেশ]

কুলদা পুরোহিত। কি বিড়ম্বনা, জমিদার বাবু! সমাজ-সংসার সত্ত্বেও আমাদের গাছতলায় দাঁড়াতে হবে নাকি?

শিবরতন। কে আপনাদের ভিটে ছাড়ালে এর মধ্যে?

কুলদা। দেখুন্ দেখি অত্যাচার! এরই মধ্যে সাতখানা গাঁয়ের ছাত্র আর জন মজুর একত্র হ'য়ে এক সভা ক'রে ঢেঁড়া দিয়েছে, এখন থেকে সমস্ত বিয়ে মন্দিরে দিতে

হবে। বাড়ীর মধ্যে বিয়ে দেওয়া চল্‌বে না। আর বাড়ীর মধ্যে কোথাও বিয়ে দেওয়া হচ্ছে দেখ্‌লে—ছাত্র আর চাষী-মজুররা বাড়ী চড়াও হ'য়ে বিয়ে পণ্ড ক'রে দেবে! বিশ্বমায়ের মন্দিরে রক্তপাত হওয়ার এই প্রতিশোধ তারা ধার্য্য করেছে।

শিবরতন। তারপর! পুলিশ মন্দিরে গুলি মেরেছে কি জন্য?

কুলদা। ব্যাপারটা মিটেই যেত; একটা পুলিশ নাকি গণ্ডগোলে একটু আহত হয়। এদিকে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব এসে পড়্‌লেন।

শিবরতন। মরেছে কেউ?

কুলদা। মরেছে বই কি! রঘু লেঠেলের একটি উঠ্‌তি চেলা; পরেশ সিংহের একটি এগার বছরের ছেলে, বিধু নাপিত, আর সবচেয়ে দুঃখের বিষয় মন্দিরের অক্ষয়বাবু। অক্ষয় বাবু কাল সকাল পর্য্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তিনি মারা যাওয়াতে জেলাকে জেলা কেঁপে উঠেছে। এখন জানা-জানি হয়েছে যে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের মেয়ে বাপকে লুকিয়ে মন্দিরে বিয়ে করেছে। বোধ হয় সেইজন্যই ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব মাথার ঠিক রাখ্‌তে পারেন নি।

শিবরতন। হুঁ! এখন পর্য্যন্ত ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়েছে, বল্‌তে পারেন?

কুলদা। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব কলকাতায় তার করেছেন। এখান-কার ছাত্র-সংসদের পক্ষ থেকে চারিদিকে লোক চলে গেছে। এখন কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, সমাজপন্থী,

গরু-ছাগল-বাঘ-ভেড়া ও চতুষ্পদপন্থী আর ঐ যে হাট্-ঘরীদের দল সবই এই ঘূর্ণীপাকে এসে পড়েছে।

রমেন্দ্র। হাটঘরী কারা, পুরোহিত মশাই!

কুলদা। ঐত হট্ট-গৃহী এবং গৃহ-হট্টি—যাদের বিলেতী ভাষায় বলে কম্যুনিষ্ট। হাটই বাড়ী আর বাড়ী হাট—এই রকম একটা সুব্যবস্থা আজকাল নাকি ছেলে ছোক্‌রারা বেশী পছন্দ কর্‌ছে। তা দেশশুদ্ধ লোক কেমন ক'রে এক তারে বাজ্‌ছে, বোঝা যাচ্ছে না। কে এদের চালনা কর্‌ছে, কে জানে। এ যেন সমুদ্রের স্রোত। কাল বিকালে বটতলার মাঠে প্রকাণ্ড জনসভা হবে, ঘোষণা হচ্ছে। মন্ত্রী মশাই আস্‌ছেন অনেক সেপাইও আস্‌ছে, শোনা যাচ্ছে।

শিবরতন। তাহ'লে মন্দির এখন কার দখলে?

কুলদা। সম্পূর্ণ ছেলেদের হাতে।

শিবরতন। পুলিশ কোথায়?

কুলদা। সাতপাড়ার মোড়ে।

শিবরতন। হতাহতের খবর সঠিক কিছু জানেন, পুরোহিত মশাই? গোলমাল হ'ল কখন?

কুলদা। পরশু রাত্রি তিনটা নাগাৎ। শ্যামলবাবু মন্দিরের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। পুলিশকে বলেছিলেন—সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌তে।

শিবরতন। তারপর!

কুলদা। শুন্‌লাম পুলিশ দরজা খোলার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি

করে। বাইরে জনতার গোলমাল ক্রমশঃই বাড়ছে দেখে দরজা খুলে দেওয়া হয়।

শিবরতন। তারপর?

কুলদা। অবস্থা নিশ্চয়ই কারো আয়ত্তে ছিল না। পুলিশ মন্দিরের মধ্যে বর কনেদের গ্রেপ্তার ক'রে চালান দেয়।

শিবরতন। তারপর?

কুলদা। ছেলেরা পুলিশকে আটক করে। তারা জোর ক'রে বর কনেদের ছাড়িয়ে নেয়। পুলিশের ওপর হস্তক্ষেপ করার যা ফল, তাই হয়েছিল। এই সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসেন। একটা বিরাট কোলাহল ওঠে। এর সূত্র সঠিক কিছু জানা যায় নি। তবে খানিক পরেই কয়েকটি গুলির আওয়াজ হয়—লাঠিও চলেছিল।

শিবরতন। মরেছে যারা তারা মন্দিরের বাইরে না ভেতরে ছিল?

কুলদা। তা এখন সঠিক বলা যায় না। শ্যামলবাবু গ্রেপ্তার হয়েছিলেন; কিন্তু পুলিশের কাছে তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

রমেন্দ্র। চারিদিকে আগুন ছুটছে একটা কথা নিয়ে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব শ্যামলবাবুকে নাকি উধাও করেছেন। দু'হাজার লোক ধাওয়া করেছিল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীতে। তিনি শ্যামলবাবুর সম্বন্ধে কোন কথাই স্বীকার করলেন না। ছেলেরা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে

রীতিমত শাসিয়েছে।

শিবরতন। কংগ্রেসীরা কি বল্‌ছেন ?

কুলদা। অকেজো লোকের কর্ম্মজ্ঞাপক যা ভাষা—থামুন, আর থামুন।

শিবরতন। আপনারা এখন কিসের ভয় কর্চ্ছেন, বলুন ত !

কুলদা। লুকান স্বার্থ আর লুকান ঝগড়া যেখানে যা আছে এই হটগোলে তা জুড়ে যাবে। অশান্তি শেষ পর্য্যন্ত কোথায় গিয়ে পড়্‌বে তা বলা যায় না।

রমাকান্ত। যদ্যপি রেল বন্ধ হয়, তবে দেশবাসীগণ নিজেরাই উপবাস করতে বাধ্য হবে।

রমেন্দ্র। সে কথা আর কে শুনছে বলুন ?

শিবরতন। জনতা কি চাচ্ছে, ভট্টাচার্য্য মশাই ?

রমাকান্ত। সেইটারই অভাব—কিন্তু উত্তেজনার অবধি নাই।

শিবরতন। তাহ'লে ত থামাই উচিত।

কুলদা। সে ত আপনিও বলবেন, আমরাও বল্‌ব। অথচ আপনি দেখছি, সদরে যাচ্ছেন আর আমরা যাচ্ছি আপনার দিকে।

শিবরতন। তাহ'লে বরং চলুন না, একই সঙ্গে ঘুরে আসি।

কুলদা। বেশ ত, চলুন।

শিবরতন। ভট্টাচার্য্য মশাই একটু বসুন। আমি তাহ'লে যাচ্ছি।

রমাকান্ত। নিশ্চয়ই। আমার জন্য ব্যস্ত কি ! আমি কাজ

সেরে সময় মত যাবো। আপনি সহরে ফিরেছেন, আমার আর দুশ্চিন্তা নেই।

[কুলদা, রমেন্দ্র ও শিবরতনের প্রস্থান ও অম্বিকার প্রবেশ]

অম্বিকা। এই যে ঠাকুর মশাই, কবে শান্তি লাভ হবে বলুন ত? বাপ্‌রে, পেটে ভাত নেই, পকেটে পয়সা নেই—শুধু স্বাধীনতা আর শুধু ঠেলাঠেলি!

রমাকান্ত। স্বয়ংকৃত কর্ম্মের জন্য অন্য বা নগণ্যের নিকট মুক্তি প্রার্থনা কর্চ্ছেন কেন? মুক্তির পথ আজকাল সম্পাদক মহাশয়রাই দিয়ে থাকেন। সংবাদ পত্রে কিছু পাচ্ছেন না?

অম্বিকা। আপনিও উপহাস কর্চ্ছেন, ঠাকুর মশাই! কর্ত্তাদের কথা ত শুনছিই। সত্যি ক'রে বলুন ত—আপনারা কি বুঝ্‌ছেন?

রমাকান্ত। আমাদেরও একদিন গণতন্ত্র ছিল। গণেশ বা গণপতির মূর্ত্তি সম্মুখে রেখে ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় করত। গণের স্বার্থ সংরক্ষা ক'রে তবে ব্যবসায় বাণিজ্য চল্‌ত। এ ছিল সার্ব্বজনীন শিক্ষা। আজ আপনাদের গণতন্ত্র এত অসহ্য হ'ল কেন?

অম্বিকা। এই নিন্, একটু তামাক ইচ্ছে করুন। কথাটা ঠিক ক'রে বলুন ত ঠাকুর মশাই—বাপের আমল থেকে যা কিছু দেখেছি আর বুঝেছি তা সব ফুরিয়ে গেছে—এখন দেখ্‌ছি যা, তা বুদ্ধির বাইরে। লোকে

বলে আপনারাই দেশটাকে নষ্ট করেছেন।

রমাকান্ত। সাহেবী আমল আজ কত বৎসর হল অম্বিকাবাবু! গত দেড়শত বৎসরের মধ্যে দেশ কি আমাদের কথা শুনেছে যে আমরাই দেশটাকে নষ্ট করলাম ?

অম্বিকা। লোকে বলে, যে ক হাজার বছর শুনেছিল, তার ফলেই এই দুর্গতি।

রমাকান্ত। উত্তম, তাহলে ইংরাজদের সংসর্গ পরিত্যাগ করলেন কেন ?

অম্বিকা। ওরা একাই রাজার পার্ট করবে, এ কি ক'রে সহ্য হয়, বলুন !

রমাকান্ত। যাদের বিদ্যা নিয়ে চলতে হয়, ত'দের ঘৃণা করা উচিত হয়নি।

অম্বিকা। তাহলে আপনিও কেন স্বদেশী প্রচার করতেন ?

রমাকান্ত। সে এ স্বদেশী নয়, অম্বিকা বাবু। আমাদের স্বদেশ বিদ্বান্‌কে সাম্‌নে রাখে, বিদ্বান্‌কে চাকর করে না। আমাদের স্বদেশী পাপ ব্যবসায়কে প্রশ্রয় দেয় না। আপনাদের এই স্বদেশীর কথা ত আমরা জান্‌তাম না।

অম্বিকা। স্বদেশী হতে পারছে কই ? আপনারা এত রকম জাত তৈয়ারী ক'রে দিয়েছিলেন যে আজ কিছুতেই জাতীয়তা হতে পার্চ্ছে না।

রমাকান্ত। উত্তম। জাতিগুলো কি ?

অম্বিকা। এই ধরুন না—নাপিত, তাঁতী, মালী, ধোপা, স্যাকরা, কামার, ভারী, চাকী, উঃ কত রকম।

রমাকান্ত। কি ক্লেশকর! আপনারা কিছুতেই এগুলোকে উঠোতে পার্‌ছেন না? আপনি ত ইংরাজী জানেন অম্বিকা বাবু- শব্দগুলোর ইংরাজী কি বলুন ত?

অম্বিকা। কেন—এই নাপিত মানে বার্‌বার, মালী মানে গার্ডেনার, ধোপা মানে ওয়াসার ম্যান, স্যাক্‌রা মানে গোল্‌ড স্মিথ—

রমাকান্ত। তা কত ইংরাজ এ দেশে এসে মনিবি করে গেল—শুনেছি তাদের পদবী বার্‌বার, কেউ হুইলর্‌, কেউ বাট্‌লর, স্মিথ—এগুলোর বাঙলা কর্‌লে কেমন শোনায় অম্বিকাবাবু? ইংরেজরা ত আজও তাদের পদবী ফেলে নি। মানুষ যতদিন কাজ কর্‌বে ততদিন কাজের জাতি, যাকে আপনারা পেশা বলেন, তা থাক্‌বেই—এখন আপনারা কি বলেন—টেরেড্‌ উনিয়ন—সেগুলো ত পেশা মণ্ডলী। কই, নূতন ত কিছু করতে পারেন নি। তবে পরের ভাষায় পরের জিনিষকে ভাল বল্‌তে বল্‌তে নিজেকে ঘৃণ্য মনে করা অভ্যাস হয়ে গেছে। নইলে, সভ্যতার পরিবর্ত্তন ভালর দিকে কিছু দেখাতে পারেন?

অম্বিকা। তা বল্‌বেন না ঠাকুর মশাই! এই ভোট জিনিষটা আপনারা দেন নি। আপনাদের আমলে শুধু প্রবীণ আর গুরুজনদের শাসন ছিল। তখন স্বাধীনতা জিনিষটা কেউ বুঝ্‌ত না।

রমাকান্ত। জড়িয়ে থাকার মধ্যে আছে সুখ, আর ছড়িয়ে থাকার মধ্যে আছে স্বাধীনতা। মানুষকে ভগবান

জড়িয়ে থাক্‌তে বলেছেন। এখানকার লোক ছড়িয়ে থাকে, তাই সুখ কথাটা আপনারা ব্যবহার কর্‌তে চান না; শুধু স্বাধীনতা, প্রতিযোগিতা, অধিকার—এইসব হ'ল আপনাদের বর্ত্তমান মতি—আমাদের শাস্ত্র এর মধ্যে স্থায়ী সারবত্তা কিছু পায় নি। জড়িয়ে থাকার ইচ্ছা যেদিন ফির্‌বে, সেদিন আমাদের কথা স্মরণ ক'রে আপনারা নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ দুঃখ কর্‌বেন।

অম্বিকা। সে আশা আর নেই ঠাকুর মশাই! আপনাদের ব্যাকরণের ঠেলায় ভাষাটাই উঠে গেল। অলঙ্কারের চাপে কাব্য শুকিয়ে গেল। শেষটা ত আপনারা মৃত্যুকেই বড় ব'লে প্রচার কর্‌লেন। আপনাদেব ঠেলাও কি কম ঠেলা!

রমাকান্ত। উঠে আর কত দূর গেছে, অম্বিকাবাবু? সংস্কৃত একটা ভাষা নয়; বহু ভাষাকে জড়িয়ে একটা করা হয়েছিল। তার থেকে কত মৌখিক ভাষা বেরিয়েছে। আজ ইংরেজী ভাষা পৃথিবীর সর্ব্বত্র চলেছে, এর কিন্তু কোন চারা আজও বেরোয়নি। আপনি যদি আর একশ বছর বাঁচেন, তাহলে দেখবেন, ইংরেজরাই ইংরেজী ভুল্‌ছে—এ সব ভাষার নিজের দেওয়ার কিছু নেই। ইংরাজ পৃথিবীতে পদবী যত হারাবে, ভাষাও তত শেষ হয়ে যাবে। আজ আপনাদের হয়েছে কি জানেন, বিদ্যুতের আলোকে চাঁদের আলো থেকে বেশী উজ্জ্বল আর মনোরম বল্‌ছেন। বলায় কি আপত্ত বলুন?

অম্বিকা। সবই না হয় মানলাম, ঠাকুর মশাই। কিন্তু আপনারা যদি রাজ্যভার পুনশ্চ গ্রহণ করেন, তাহলে দেশের আর্থিক ব্যবস্থা কি চরকা, পাল্‌কি আর নস্যে পরিণত হবে ?

রমাকান্ত। যেখানে যা আবশ্যক সেইখানে তাই থাকা উচিত। আমাদের অর্থনীতি বলে—

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী, তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং, ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।

অম্বিকা। ও ত পাঠশালে পড়েছি।

রমাকান্ত। সেইজন্যই কিছু বোঝেন নি। ইংরেজী ক'রে ভাবুন ত—ব্যবসাদার যতটা ধনী, তার অর্দ্ধেক ধনী হল চাষা, চাষার যা উপার্জ্জন, তার অর্দ্ধেক হ'ল রাজ-কর্ম্মচারীর, আর যারা কর্ম্ম ভিক্ষা ক'রে উপার্জ্জন করে, তাদের কিছু নেই, অর্থাৎ তারা হল সঞ্চয়হীন। আজ পাশ্চাত্য অর্থনীতি দ্বারা চাষার উপার্জ্জন কোথায় এসেছে ? আর রাজকর্ম্মচারী প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে কি রোজগার করছে ? শিক্ষিত ছেলেরা টাকা খুঁজ্‌ছে —কিন্তু তারা বাণিজ্য বা চাষবাসে যেতে চায় না, খোঁজে সরকারী চাকুরী। আমরা ত বর্ব্বর ছিলুম, কিন্তু এই বর্ব্বরতা আবার যদি কেউ স্থাপনা কর্‌তে পারে, তবেই মানুষ বাঁচবে। নইলে, অম্বিকাবাবু,— পাঁচ পুরুষ আগে আপনার বয়সে আপনার মত চেহারা এদেশে কারুরই ছিল না। শুধু ইংরেজী জানেন এইটুকু

মর্য্যাদা নিয়ে বেঁচে আছেন ; মানুষেব মানদণ্ডে বাঁচবার যোগ্যতা সম্পূর্ণ হাবিয়ে যায় নি কি ?

ভৃত্যের প্রবেশ]

ঠাকুর মশাই, আসুন, মা আপনাকে ঠাকুর বাড়ীতে ডাক্‌ছেন।

বমাকান্ত। চল।

৫ম দৃশ্য

বাজাবেব পথ

নিবুর মা। কোথা যাচ্ছিস্ লো, কুসুমদি ? আজ না ইষ্টেকি !

কুসুম। কামাই দিলেই ত' সাত কথা। পাঁচু কলকাতায গেছে। ভাবলাম, যাই ততক্ষণ, পটুদিকে এই মালসাটা দিয়ে আসি। আজ বিকেলে গোবিন্দ গোঁসাইএব পাঠ হবে। তুই কেন শুন্‌তে যাস্ না। ভারি ব্যাখ্যা করে লো, ভারি ব্যাখ্যা করে।

নিবুর মা। কখন যাই বল্ ? দেশে নিত্যি গোলমাল। মাথা ঠাণ্ডা হলে ত বাঁচি। পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই ; কেউ কিছু বল্‌ছে না তবু !

কুসুম। শোন্‌বার লোক থাক্‌লে ত বল্‌বে ! আর কি ইংরেজ আছে ? এখন শুধু কথার ফট্, না হয় বন্দুকেব ফট্।

নিধুর মা। বলিস্‌ না দিদি, বলিস্‌ না। শ্যামল গোঁসাই এক কাণ্ড বাঁধিয়েছে! দেবীতলার পুরোহিত মশাইএর মেয়ের সঙ্গে খাস জমিদার বাবুর ছেলের লুকিয়ে বিয়ে দিয়েছে।

কুসুম। [illegible] কি লো বামুনে বদ্যিতে বিয়ে হল কি ক'রে?

নিধুর মা। তা দিলেই হল—আব বামনেই ত দিয়েছে। ছেলেরা বল্‌ছে শিবরতন বাবুর পূর্ব্ব পুরুষরা চিকিৎসা করতেন বলেই বদ্যি ছিলেন। শিবরতন বাবুরা আজ পাঁচ পুরুষ চিকিৎসা করেন না। তা'হলে ওঁরা আজ বদ্যি কিসের?

কুসুম। যত জানে ঐ মিত্তিরদের ছেলে কুশল। একরত্তি ছেলে, এরই মধ্যে হাজার ছেলের দল চালায়।

নিধুর মা। যা হচ্ছিল ভালয় ভালয়। কিন্তু পুলিশ নিয়ে ভারী হুজ্জোত হচ্ছে কুসুমদি। আরও নাকি মারপিট হবে।

কুসুম। লেখাপড়া জানা লোক মাথা গরম কর্চ্ছে, কিছু একটা হবেই। তা বাপু কথায় কথায় কাজ কামাই করা কেন? তুই আবার বেশী বেশী ছেলের দলে মিশছিস্‌। কোন দিন পুলিশের লাঠি খাবি আর কি?

নিধুর মা। তা তোদের সুদর্শনচক্রটা কিছুদিনের জন্য আমাদের ভাড়া দে না দিদি!

কুসুম। ওমা, ঠাকুর দেবতা নিয়ে রহস্যি! (উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া) তুই বরং যা, ইষ্টেকি কর গা।

উভয়ের প্রস্থান]

গঙ্গারাম ও নরেনের
উভয়দিক হইতে প্রবেশ]

নরেন। দেখ্‌ছ কি গঙ্গারাম! দেশ যে জেঁকে উঠ্‌ল।

গঙ্গারাম। এ বয়সে আর দেখ্‌বো কি কল্পতরু। দেখ্‌ছি যা তার নাম ঠেলারাম বাবাজী—আজকাল ভগবান্ মানে ঠেলা। দেখুন, এই ঠেলাতে যদি কিছু হয়। নইলে, এতদিন পরে ভট্টাচার্য্য মশাইরা বল্‌ছেন দেবমন্দিরে বিয়ে না দিলে, তাঁরা কেউ গৃহস্থের বাড়ী বসে বিয়ে দেবেন না। কলি বোধ হয় উল্‌টল।

নরেন। দেবমন্দিরে বিয়ে হয় ত ভালই, এর জন্য হুজ্‌ক আর রক্তপাতের কি দরকার ছিল!

গঙ্গারাম। এখন থেকে মন্দিরগুলোর বরাত খুল্‌বে, আলো জ্বল্‌বে, শাঁখ বাজ্‌বে ধূপ ধূনো পুড়্‌বে,—চাকরী না গেলে আর ব্যায়রাম না হ'লে মন্দিরের দিকে কেউ যেত? এখন যাবে উলু দিতে। সাহেবরা গির্জ্জেয় বিয়ে করে ব'লে গির্জ্জে আর পাদরীগুলো যাহোক বেঁচে আছে। তা দাদাবাবু, পড়ুকগে দু ফোঁটা রক্ত। ভাল কাজে অমন একটু হয়েই থাকে।

নরেন। বল কি গঙ্গারাম—এই বয়সে তুমিও র‍্যাডিক্যাল্ হ'লে নাকি? তা এমন আর বয়স তোমার কি হয়েছে? শ্যামলভায়ার মন্দিরে বিয়ে করবে ত বল? আমি তোমার নিধবর হব।

গঙ্গারাম। আচ্ছা কল্পতরু, শ্যামলদাদু অমন লুকিয়ে লুকিয়ে

বিয়ে দিচ্ছে কেন ? বিয়েই যখন দিচ্ছ, তখন ভাল ক'রে ঢাক ঢোল পিটিয়ে দিলেই ত হয়।

নরেন। সবাই যখন এইরকম বল্‌বে, তখন তাই হবে।

গঙ্গারাম। তাই হোক্ কল্পতরু। হ্যাঁ কল্পতরু, অক্ষয়বাবু তাহ'লে পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন ? আজ গানের স্কুলে দেখ্‌লাম ভারি গোলমাল। ছাত্রীরা অক্ষয়-মাষ্টারের ছবি সাজিয়ে রাস্তায় পিরেড্ দিচ্ছে।

নরেন। হুঁ। চলি তাহলে, গঙ্গারাম।

গঙ্গারাম। সুখে থাক, কল্পতরু।

[উভয়ের প্রস্থান।

রতন ও বলাইএর প্রবেশ]

রতন। কি বলাইদা, কাগজ পড়্‌লেন ? খবর কিছু বেরিয়েছে ?

বলাই। হ্যাঁ, সামান্য একটু, পুলিশের স্বপক্ষে।

রতন। কাল দেখ্‌বেন একেবারে ঢুকলম।

বলাই। সেদিন আর নেই। তোমাদের লেখা কেউ ছাপ্‌বে না, দেখে নিও।

রতন। দেখ্‌বেন। "জুলুমবাজী" পত্রিকার সম্পাদক নিজে এসে সব খবর নিয়ে গেছেন। কাল সভায় সম্পাদক মশাই উপস্থিত থাক্‌বেন।

বলাই। ঐ ত একখানা কাগজ কজন আর পড়ে বল ?

রতন। সেইজন্যই ত আমরা ট্রেনে কর-পত্র বিলি করছি। কাগজওয়ালাদের তোয়াক্কা আমরা করি না। খবর কেউ আট্‌কাতে পারে ? কাগজগুলো আপনি কায়দা হয়ে

আস্‌বে। ওদের আসল কথা ত খদ্দের? খদ্দের চট্‌লে ওদের পলিসি বদ্‌লাতেই হবে।

বলাই। সবই ত ঠিক, কিন্তু তোমরা এই রকম একটা সহরে কদিন টেম্পো বজায় রাখতে পার্‌বে বল?

রতন। টেম্পো ত বেড়েই চলেছে। আর্‌জিবাবুরা সব ছুঁতো দেখিয়ে যে যার মেয়ে নিয়ে কল্‌কাতায় চলে যাচ্ছে।

বলাই। আর্‌জিবাবু কারা?

রতন। বলাইদা যেন কিছু জানেন না! এই ত চট্‌-আর্‌জি, ভট্‌-আর্‌জি, বন্‌-আরজি, মুখ্‌-আরজি—ওঁদের যা ভাবনা!

বলাই। তোমার হাতে কি?

রতন। পড়ুন না! পড়ে যেন ফেলে দেবেন না। আজকাল কাগজের যা দাম তাতে একখানা হ্যাণ্ডবিল পঁচিশ জনার পড়া চাই।

বলাই। তোমরা দেখ্‌ছি কিছু না ক'রে ছাড়্‌বে না। (খানিকটা পড়িয়া)—একি, আইনতঃ একথা তোমরা কি ক'রে বল্‌তে পার? গৃহস্থের বাড়ীতে বসে বিয়ে হবে না, এ তোমরা অনুরোধ কর্‌তে পার—কিন্তু দাবী বা আদেশ কর্‌তে পার না।

রতন। শুধু ফুঁ দিয়ে কি পাথর ঠেলা যায়, বলাইদা? মিছে ভয় পাবেন না। ঐ শুনুন, ঢেঁড়া দিচ্ছে।

[নেপথ্যে ঢেঁড়া হাঁকিতেছে

"লোকজন সব শুনে নাও—কাল বিকেলে বটতলার মাঠে

সব হাজির হবে—বড় সভা হবে—মায়েরাও যাবেন—বড় জরুরী সভা—শান্তিরক্ষা কর্‌তে হবে—দেশে গোলমাল করা চল্‌বে না—মন্ত্রী মশাই আস্‌ছেন—ট্যাং ট্যাং ঠ্যাং ঠ্যাং—ছাপা বক্তৃতা পড়্‌তে পাবেন—ছাত্ররা বিশেষ করে হাজির হবে—সভায় কেউ পট্‌কা ফাটাবে না—ট্যাং ট্যাং ঢ্যাং ঢ্যাং—কেউ দাঁড়িয়ে থাকবে না—ঠেলাঠেলি কর্‌বে না, ঠ্যাং ঢ্যাটা ঠ্যাটা ঠ্যাং, ঠিক সময়ে যাবে, কাল বিকেল ৫টায় - বটতলায়"—ড্যাম্‌, ড্যাম্‌, ঢ্যাম্‌, টর্‌রর্‌ ট্যাঁটারে, ঠ্যাঁটারে, ঢ্যাঁটারে ঢ্যাং।

[ঢেঁড়ার দিকে উভয়ের প্রস্থান
ভিখারী গায়কের প্রবেশ]

গান

না জানি ভাবনা হবে কি হবে না,
শ্যামা কি পাব না শেষের দিনে—
ঘুরি সারা বেলা এনেছি যে জ্বালা,
সে কি ঘুচিবে না মরণ বিনে!

কাজটা মন্দ নয়। একাধারে মাইনে আবার পার্ব্বনি। ভাগ্যে ছেলে বয়সে গান শিখেছিলাম। কি মজার কাজই পেয়েছি। পথে ঘুরে ঘুরে খবর সন্ধান কর—খবর ত দেখ্‌ছি সবই খোলাখুলি—তবে মন্দিরের ভক্ত কোম্পানি গেল কোথায়? তার ত কোন হদিস্‌ পেলাম না—চলি এখন থানাবাড়ীর দিকে। সকাল থেকে নগৎ

এক টাকা রোজগার হল। (লোক আসিতেছে দেখিয়া)
—'ঘুরি সারাবেলা এনেছি যে জ্বালা
সে কি ঘুচিবে না মরণ বিনে ?'
(পথে একটি মুটেকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া)—এই ত ! ঠিক আছ ভাই ! বলিহারি, আমিই তোমায় চিন্‌তে পার্‌ছিলাম না। ঝাঁকা নামিয়ে খাসা বৈঠে আছ ত ? লাও, একটু খৈনী টেপো ত বসি। কি শুন্‌লে দিনু ?

দিনু মুটে। জমিদার শিবরতনবাবু ডুবে ডুবে জল খাচ্ছেন। রমেনবাবু ম্যানেজারটি সেরেস্তার কাজ ছাড়া অন্য কাজই বেশী করে থাকেন। তবে এদের সঙ্গে কোন্ পলিটিক্যাল পার্টির যোগ আছে বলে মনে হচ্ছে না।

ভিখারী গায়ক। এটা বোধ হয় জমিদার মহলের ওস্তাদি চাল। এই করে দেশের লোকের মনোরঞ্জন ক'রে নিজেদের গণ্ডা বজায় কর্‌বে। সামনে ভোট আস্‌ছে—বেশ পাকা বুদ্ধি বার করেছে বল্‌তে হবে।

দিনু। জমিদারদের পেটের খবর ত আর পথে ঘাটে পাওয়া যাবে না। ভট্টাচার্য্য মশাইএর দিক্‌বিদিক্ মিশিয়ে গেছে। ওঁর ন্যায়শাস্ত্রে যা নেই, তা পৃথিবীতে নেই। ওঁর কাছে সন্ধানী কথা কিছু পাওয়া যাবে না।

ভিখারী গায়ক। দেখিস্ ভাই—পথের লোক যা জানে তার থেকে বেশী কিছু আমাদের জানা চাই—নইলে তাঁবুতে আমাদের জায়গা দেবে না।

৬ষ্ঠ দৃশ্য

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠী

সদর ঘর

বাহক। (অভিনন্দন পূর্ব্বক) হুজুর, জমিদারবাবু এসেছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁকে নমস্কার জানিয়ে ডেকে আন।

শিবরতনবাবু ও তাঁহা'র পিছনে রমেন্দ্র ও পুরোহিত মহাশয়ের প্রবেশ]

ম্যাজিষ্ট্রেট। আসুন, শিবরতনবাবু।

শিবরতন। নমস্কার।

ম্যাজিষ্ট্রেট। (সকলকে বসাইয়া , বাধ্য হয়েই আপনাকে কষ্ট দিলাম।

শিবরতন। কষ্টটা অনেক আগে দিলেই ভাল কর্‌তেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট। আপনি নিজেই এই সব অরাজকতার পিছনে রয়েছেন, জান্‌তে পেরে কম আশ্চর্য্য হইনি, শিবরতনবাবু!

শিবরতন। তাহলে আমাকে একেবারে জেলখানায় যেতে বল্‌লেন না কেন! আপনার বাড়ীতে ডেকে সম্মানিত কর্‌বার কি দরকার ছিল বলুন ?

ম্যাজিষ্ট্রেট। আপনি ঐগুলোকে অরাজকতা বল্‌তে রাজী নন, এই ত ?

শিবরতন। কোন্ গুলোকে ?

ম্যাজিষ্ট্রেট। লুকিয়ে বিয়ের ব্যাপারগুলোকে ? আপনি কি কিছুই জানেন না ? অথচ এ মন্দিরে আপনাদের পারিবারিক সহায়তা যথেষ্ট আছে জানি।

শিবরতন। বিয়ের ব্যাপারগুলো এখনও আমি অনুসন্ধান করবার সময় পাইনি। তবে আপনার তৈয়ারী অরাজকতা খুবই অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট। এক্সিডেন্টলি একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেছে।

শিবরতন। আপনার কাছে এরই মধ্যে যা অতীতকাল ব'লে মনে হচ্ছে, জনসাধারণের কাছে তা হচ্ছে না। আপনার বন্দুকগুলো এখন ইংরাজের নয়, চক্রবর্ত্তী মহাশয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট। কেউ আহত বা হত হয়, এটা নিশ্চয়ই আমার ইচ্ছা ছিল না।

শিবরতন। কারুর বেঁচে থাকা না থাকাটা কি আপনার ইচ্ছা বা দয়ার উপর নির্ভর করে, চক্রবর্ত্তী মশাই ?

ম্যাজিষ্ট্রেট। সে কথা কি আমি কখন উত্থাপন করেছি ?

শিবরতন! আপনি যে পদে আছেন, তার কার্য্যই কথা। আপনার কার্য্য যা বল্‌ছে, আপনার ভাষা তা বল্‌ছে না। আপনার কার্য্য নিয়েই সমালোচনা চল্‌ছে, আপনার ভাষার স্থান সেখানে নেই।

ম্যাজিষ্ট্রেট। শিবরতনবাবু! দেশের, সমাজের, ও প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ অধিকার, শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখবার দায়িত্ব নিয়ে আমি এখানে রয়েছি।

শিবরতন। নিশ্চয়ই।

ম্যাজিষ্ট্রেট। তাহলে আমার পক্ষে চুপ করে বসে থাকাটা কর্ত্তব্যচ্যুতি হ'ত না কি ?

শিবরতন। আমি আপনার বিচারক নই, চক্রবর্ত্তী মহাশয়,

তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার বীরত্বের প্রশংসা করতে পার্চ্ছি না।

ম্যাজিস্ট্রেট। (রমেন্দ্র ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) এঁদের যদি একটু ঐ ঘরে বস্তে বলেন।

শিবরতনবাবু সেইমত ইঙ্গিত করিলেন। পুরোহিত মহাশয় ও রমেন্দ্রবাবু নমস্কার জানাইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট। শিবরতনবাবু, আপনাকে আমি বিশিষ্ট বন্ধু বলে জানি। বন্ধুর মতই আমি আপনার সঙ্গে কথা কইতে চাই।

শিবরতন। এখন কোন ঘটনা আপনার বা আমার হাতে আছে কি ?

ম্যাজিস্ট্রেট। শিবরতনবাবু, আপনি ইচ্ছা করলে পাব্লিককে শান্ত ক'রে দিতে পারেন।

শিবরতন। আমার প্রভাব সম্বন্ধে আপনার ধারণার আধিক্য রয়েছে ; অসময়ে আপনি আমার পরামর্শ চাচ্ছেন।

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনি যাই বলুন, শিবরতনবাবু, দেশের লোক শাসন সংস্কার মান্বে না, আইন পরিষৎ মান্বে না, কথায় কথায় প্রাইভেট্ মত পাবলিক ল হিসাবে চালাবে ; তাদের বাধা দিলে তারা রাষ্ট্র অচল ক'রে দেবে ; আর আপনারা প্রচ্ছন্নভাবে এই 'সব সেন্সেশনের পুষ্টিসাধন কর্বেন, এ আমি কখনই সহ্য কর্বো না। দেশের স্বাধীনতা হয়েছে, তার মানে গবর্ণমেন্ট উঠে যায় নি।

শিবরতন। আপনি সেইজন্যই কলকাতা থেকে সৈন্য আনাচ্ছেন, এবং রাস্তায় গুলি ক'রে আপনি দেখাবেন যে ইংরেজ যাবাব সময়ে রাজ্যটা আপনার দেরাজেই রেখে গেছে। কাব পুলিশ কার হুকুমে দরজা ভেঙ্গে রাত্রিতে মন্দিরের মধ্যে ঢুকেছিল, চক্রবর্ত্তী মহাশয়? উপস্থিত জনমণ্ডলীর উপর নির্বিচাবে গুলি করাব ইচ্ছাটা আপনার কোন্ কর্ত্তব্যেব প্রেরণা বল্‌তে পাবেন?

ম্যাজিষ্ট্রেট। আমি শৃঙ্খলা বজায় রাখ্‌বার জন্য দৃঢ়-সংকল্প আছি, শিবরতনবাবু। আপনারা জমিদার মহলে নিজেদের স্বার্থ কায়েম কর্‌বার জন্য একটা অভিনব চাল চেলেছেন, মূর্খ দেশের লোকগুলো মনে কর্চ্ছে, স্বরাজ তাদেব হাটের মাল, তারা যাদের বেচ্‌বে, তারা পাবে।

শিবরতন। মূর্খ দেশের লোকগুলো যদি জমিদারদের করতলগত হয়ে থাকে তবে তাদের স্বরাজের বলে আমার মত মূর্খেশ্বরই হবে রাষ্ট্রের পরিচালক। তা যখন হবে, তখন আপনার মত স্বয়ং-বিচারক কর্ম্মচারীর অবস্থা আমার হাতে কি হতে পাবে, তা আপনি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারেন, মিঃ চক্রবর্ত্তী।

ম্যাজিষ্ট্রেট। আপনার দৃঢ়তার প্রশংসা করি, শিবরতনবাবু। কিন্তু আপনি কিছুতেই নম্র হচ্ছেন না। এটা আমার পক্ষে দুর্ভাগ্য বলেই মনে করি।

শিবরতন। আপনি আমার কাছে কি আশা করছেন বলুন?

ম্যাজিষ্ট্রেট। আপনি আমার জন্য কোনই সমবেদনা কর্চ্ছেন না।

কিন্তু আমি জানি, শিবরতনবাবু, আপনি সহজেই আমাকে এই জঞ্জালের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে দিতে পারেন। শিবরতনবাবু, আমি ঐকান্তিক ভাবে আপনার সাহায্য প্রার্থনা কর্চ্ছি।

শিবরতন। বলুন।

ম্যাজিষ্ট্রেট। কেউ কেউ বল্‌তে পারে যে আমার পক্ষে একটু সহিষ্ণু হওয়া উচিত ছিল, আমি নিজেও তা স্বীকার কর্চ্ছি। কিন্তু জানেন, শিববতনবাবু, উঃ, আমি ভাব্‌তে পার্চ্ছি না, আমার কন্যা শ্রীমতী উষা আজ কদিন বাড়ী নেই। আপনি বুঝছেন না শিবরতনবাবু, ছাত্রবা চাষী মজুবদের সঙ্গে জোট কবে ধ্বংসেব আনন্দ খুঁজ্‌ছে। এ নিশ্চয়ই কমুনিষ্টদের চক্রান্ত। আপনাব বিশ্বমায়েব মন্দির নিশ্চয়ই একটা কমুনিষ্ট ফোর্ট। আমি বুঝ্‌ছি ওরা আপনার চোখেও ধূলো দিয়েছে কিন্তু আমি এতদিন ধবে আপনাকে চিনি। আপনি হিন্দু সমাজের সাম্য ও গৌরব রক্ষায় কোনদিনই পশ্চাৎপদ নন। আজ আমি আপনার সাহায্য চাচ্ছি, শিবরতনবাবু।

শিবরতন। সাহায্য যে কারণেই চান, আর যেভাবেই চান, তা আমা দ্বারা সম্ভবপর হবে কিনা, তা আমি জানি না, কাজেই আপনাকে কোন কথা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না।

ম্যাজিষ্ট্রেট। আপনি বিরূপ হবেন না, শিবরতনবাবু। আমি ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। আপনার

বন্ধুত্ব শিরোধার্য্য। আর সুযোগ পাই ত আপনাকে প্রতিসাহায্য কব্‌তে আমি সততই প্রস্তুত থাক্‌বো। আজ আমি যে প্রকার উপদ্রবে পড়েছি, এমন দুর্ঘটনা যদি আপনাব ভাগ্যে ঘট্‌ত, তাহলে শিবরতনবাবু, আপনি কি আমার বন্ধুত্ব নিষ্প্রয়োজন মনে কব্‌তেন ?

শিবরতন। এখনও আমি জানি না, আপনি আমার কাছে কি চাচ্ছেন ?

মিঃ চক্রবর্ত্তী। একটা স্মল্ এসিস্ট্যান্স। নাম মাত্র একটু সাহায্য, শিবরতনবাবু। এ আপনাকে কব্‌তেই হবে, আমাব পক্ষে এইটাই মহার্ঘ।

শিবরতন। বলুন।

মিঃ চক্রবর্ত্তী। বলুন শিবরতনবাবু, আপনি আমাব একমাত্র পোতাশ্রয়, আপনি আমায় বঞ্চিত কব্‌বেন না!

শিবরতন। আমাব মনে হচ্ছে মিঃ চক্রবর্ত্তী, আপনি কোন দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ছেন। কি সাহায্য সে যা পাওয়ার জন্য আপনি উৎকণ্ঠিত, কিন্তু বল্‌তে এত বাধা ?

মিঃ চক্রবর্ত্তী। মাবপিট্ হতে সময় লাগ্‌বে না। চাবি দিকেই উত্তেজনা রয়েছে, বহুলোক এই সামাজিক বিদ্রোহ পছন্দ কর্‌ছে না ; যাইহোক্, আর দুচারটা গোলমাল না হয়ে এজিটেশনটা হঠাৎ থেমে যাওয়া সুবিধাজনক নয় ; বিশেষ যখন ওদিনের উত্তেজনা, গোলমাল আর ক্ষতিটা সত্যই কিছু বেশী হয়ে গেছে। আপনার লেঠেলরা খেলাচ্ছলে একটু ট্রাবল সুরু করে ছেড়ে দিক ;

তাহলেই হল, এইটুকু ট্যাক্টিক্যাল হেল্পএর জন্য আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাক্‌বো।

শিবরতন। 'আমি কম্যুনিষ্ট দলের কর্ত্তা; বিশ্বমায়ের মন্দির কম্যুনিষ্ট দলের কেল্লা'। কাজেই বাকী গোলমালটা এইরকমের হবে যাতে কম্যুনিষ্টরা গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করেছে ব'লে বাইরের লোক সহজেই ধারণা কর্‌তে পারে। বলুন দেখি চক্রবর্ত্তী মহাশয়, বাজারে দু একটা লাঠিবাজি হলে সঙ্গে সঙ্গে সরকারী ধানের গোলা লুঠ হবে কিনা? এইসব ব্যবস্থাই যদি হয়ে থাকে, তবে কাঁঠালটা যে কোন রকমেই ফাটান যেতে পারবে, তার জন্য আমার মাথাকে আবশ্যক হচ্ছে কেন?

মিঃ চক্রবর্ত্তী। শিবরতনবাবু, আপনি মিথ্যা উগ্র হচ্ছেন। আমি দাঙ্গা বাঁধালে আপনার সাহায্যের জন্য এত উদ্‌গ্রীব হব কেন? আমি জানি দাঙ্গা আপনিই বেঁধে যাবে, শুধু সময়েরই দাম এখন। আমি বস্তুতঃ আর দেরী সহ্য করতে পাচ্ছি না।

শিবরতন। আপনার কাছ থেকে জরুরী কৈফিয়ৎ তলব হয়েছে নাকি? না, আর কাকেও যমালয়ে পাঠাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন? শ্যামলবাবু কোথায়, চক্রবর্ত্তী মহাশয়?

মিঃ চক্রবর্ত্তী। আপনি আমায় বিমুখ কর্‌বেন না, শিবরতনবাবু।

শিবরতন। শিবরতন উন্মাদ হয় নি, চক্রবর্ত্তী মহাশয়। আপনার মত ভণ্ড রাজকর্ম্মচারীকে কোন সাহায্য

শিবরতনবাবু করবে না, এ সম্বন্ধে আপনি নিঃসন্দেহ থাকুন। নিজেকে বজায় রাখ্‌বার জন্য আপনি স্বচ্ছন্দে দশটা লোককে ধ্বংস করতে পারেন, দেশে বিষ ছড়িযে দিতে পারেন, আপনি একটু আগে হিন্দুধর্ম্মের গৌরব ও মর্য্যাদার কথা বলছিলেন না, জমিদারদের পলিটিক্স দেখ্‌ছিলেন না, দেশের স্বরাজ রক্ষার দাযিত্ব পালনের সৎসাহস দেখাচ্ছিলেন না? এখন বুঝ ছি আমি -আপনাকে সাহায্য না কর্‌লেও সরকারী গোলা আপনি লোপাট হবে, তারপর আপনি মনের মত চোর ডাকাত ধরবেন, আপনার ভরসা—আপনার পদবী আর সরকারী গুলি! এই না? (উচ্চৈঃস্বরে) রমেনবাবু, পুরোহিত মশাই? আপনারা আসুন, এখানে আর এক মূহুর্ত্তও অপেক্ষা কর্‌তে রাজী নই।

মিঃ চক্রবর্ত্তী। যাবেন না শিবরতনবাবু, বরং আপনি যা বল্‌বেন, আমি তাই কর্‌তে রাজী আছি।

শিবরতন। আপনার যা ইচ্ছা আপনি করুন, আমি কে? চলুন, রমেনবাবু; চলুন পুরোহিত মশাই।

(নেপথ্যে) বাবা!

ম্যাজিষ্ট্রেট। কে? কে?

(পুনশ্চ) বাবা!!

ম্যাজিষ্ট্রেট। কে? আমার উষা মা? শিবরতনবাবু, দোহাই আপনার, একটু দাঁড়ান। বেয়ারা জেরা পানি লে আও। এ কি মা? শুধু হাতে! আমি কি বেঁচে আছি

শিবরত্তনবাবু? বিয়েই বা দিলে কে? আর বিধবাই বা হলে কখন?

উষার প্রবেশ ও সোফায় পতন ও অনেকগুলি ছাত্রের প্রবেশ]

ম্যাজিষ্ট্রেট। কে তোমরা, কম্যুনিষ্ট?

ছাত্রগণ। না, আমরা দেশের ছেলে।

১ম ছাত্র। আমরা এসেছি আপনার কন্যাকে এখানে পৌঁছে দিতে আর জানিয়ে দিতে যে কাল মন্দিরে যাকে গুলি করে মেরেছেন, সেই অক্ষয়বাবুর সঙ্গে এঁর বিয়ে হয়েছিল।

যতীন ব্যতীত অন্যান্য ছাত্রগণের প্রস্থান]

ম্যাজিষ্ট্রেট। কে যতীন? তুমিও! তুমি আমার ছেলে? আমি তোমার বাবা?

দেখ্‌ছেন শিবরতনবাবু, আমি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট,—আমার স্ত্রী দশ বৎসর নেই। আজ আমার ছেলেও নেই, মেয়েও নেই। আপনি ম্যাজিষ্ট্রেট হবেন, শিবরতনবাবু?

(জোরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন)

শিবরতন। বাবা যতীন, উষা মায়ের বিয়ে হয়েছিল কার সঙ্গে জান?

যতীন। (রুদ্ধ কণ্ঠে) আমাদের অক্ষয়দার সঙ্গে।

শিবরতন। (অবলুণ্ঠিতা উষার নিকট আসিয়া) জীবনের বাসর এক রাতেই শেষ হয়ে গেল মা! (সস্নেহে মাথা স্পর্শ

করিয়া) তোমার সাহস আছে মা, তবে সহ্যও কেন থাকবে না ?

উষাকে উঠাইয়া বসাইলেন]

রমেনবাবু, আপনি গাড়ী নিয়ে বাড়ী যান। দীপাকে এখানে নিয়ে আসুন। বড় বৌকেও বল্‌বেন যদি নিতান্ত অসুবিধা না থাকে, তাহলে যেন ঐ সঙ্গে আসেন।

রমেন। যে আজ্ঞা, আমি যাবো আর আসবো।

* • পটক্ষেপ * *

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

পুরোহিতের বাটী

আহারান্তে কুলদা পুরোহিত বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী মানদাসুন্দরী গৃহস্থালী কার্য্য করিতেছেন।

কুলদা। হাসবো, কি কাঁদবো, ভেবে পাচ্ছি না।

সুন্দরী। তাহলে কাঁদাই ভাল।

কুলদা। শুধু শুধু কাঁদবো কেন?

সুন্দরী। শুধু শুধু হাসবেই বা কেন?

কুলদা। জমিদারবাবুর অসাধারণ ক্ষমতা, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে মোটেই উঁচু হতে দিলেন না।

সুন্দরী। তুমি এখন ওদিকে বেশী বেশী যেও না।

কুলদা। রাস্তার হাওয়া না হলে, বাড়ীর হাওয়া আর ভাল লাগ্‌ছে না।

সুন্দরী। তাহলে কোন্ দিকে যাবে ঠিক করেছ?

কুলদা। দেখি, জমিদারবাবুর বাড়ীর দিকেই যাই।

সুন্দরী। তার চেয়ে মিটিংএর কি হচ্ছে, দেখে এসো না!

কুলদা। বল কি? ক্ষত্রিয় রমণীর মত কথা কইছ যে!

সুন্দরী। কেন, মেয়েরাও ত মিটিংএ যাবে, শুন্‌ছি।

কুলদা। ওটা পুলিশের চাল, যাতে সভায় না গণ্ডগোল হয়, মন্ত্রী মশাই আস্‌ছেন, কাজেই শৃঙ্খলা যাতে আপনি বজায় থাকে। জমিদার গিন্নী যাবেন নাকি ঐ সভায়?

সুন্দরী। সরকারী নিমন্ত্রণ; কৈ, জমিদারবাবু ত না বলেন নি।

কুলদা। তাহলে তোমারও নিমন্ত্রণ হয়েছে, বুঝ্‌তে পার্চ্ছি।

সুন্দরী। আজকাল মেয়েদের বাদ দিয়ে কোন্ কাজ চলছে বল্? দেশের সঙ্গে তফাৎ হয়ে থাক বলেই ত পুরাণো ব'লে অখ্যাতি পাও। নইলে নিন্দার কাজ আমরা কি করি বলত?

কুলদা। মহামহোপাধ্যায়রা সবই বুঝতেন। শুধু দু পাতা ইংরাজী টোলে পড়ালে ইংরাজ করে ঢিট্ হয়ে যেত।

সুন্দরী। কেন, ইংরাজী গদে কাঁসর বাজিয়ে ইংরাজ তাড়াতে নাকি? ইংরাজকে মেঘদূতই শোনাও, আর বেদান্তই পড়াও, ওরা চাইবে কাঁধে চেপে চল্‌তে, তার ওপর বল্‌বে পা টিপে দাও। হ্যাঁগা, চল না একবার কলকাতায় গিয়ে কালীমা দর্শন করে আসি। ইংরেজ নেই, অথচ কলকাতা আছে, কি রকম দেখাচ্ছে একবার দেখেই আসি চল না!

কুলদা। কলকাতা ত পালাচ্ছে না। ঘরে এখন ভাবী গোলমাল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাড়ীর কথা ভাব্‌লে প্রাণটা যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছে। আগে যতটা রেগেছিলুম, সত্যি কথা রাগটা আর তেমন নেই। বাপের প্রাণ—মন্দিরের মধ্যে অজানা বরকে সে বর বলে মান্‌তে পারে নি। ওঃ, কি দুর্দৈব! ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অত মেজাজী লোক, কিন্তু মেয়ের চেহারা দেখে একেবারে পাগল হবার মত।

সুন্দরী। কি হবে ওসব চর্চ্চা ক'রে? তার চেয়ে চল না

কলকাতায় যাই।

কুলদা। মারামারির ভয় কচ্ছ? যেখানে জমিদারবাবু নিজে রয়েছেন, সেখানে ভয় পেয়ে দূরে যওয়া—ওসব চিন্তা ছেড়ে দাও। আমি আছি ত পাহাড়ের আড়ালে। সঙ্গে গিয়েছিলাম বলেই আমি কিছু মাতব্বর নই।

সুন্দরী। তার জন্য বলিনি।

কুলদা। তারপর দেখ্ছ দেশের মালিক নিজে আস্ছেন, সেপাই আস্ছে। মারামারি হ'ত, এর আগেই হ'ত। ছেলেরা মারামারির চেয়ে বেশী করেছে। ওরা এরপর ঘরে বিয়ে দেওয়া উঠিয়ে দিচ্ছে।

সুন্দরী। তাই বটে পাড়ায় পাড়ায় কলকাতা যাওয়ার ধূম। সবাই ত মেয়ে নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছে। চল না, আমরাও যাই।

কুলদা। তুমি ত মেয়ে আগেই সরিয়ে দিয়েছ। হঠাৎ বেলাকে মামার বাড়ী পাঠালে যে! অথচ নিজে গেলে না। আগে থেকে কিছু জান্তে নাকি? সব কলকাতায় যাচ্ছে! কলকাতার সুখ ত জানে না। আজকাল কলকাতার রাস্তায় বস্তার চাল ঢালার মত লোক চলে। ট্রাম বাসে চেনা লোক ছাড়া উঠ্তেই দেয় না। তাও তুভাগ লোক দাঁড়িয়ে যায়। এখনকার দিনে কলকাতায় কেউ বেড়াতে যায় নাকি? হা অদৃষ্ট!

সুন্দরী। তবে কলকাতায় এত লোক বাস কচ্ছে কি করে?

কুলদা। কর্ছে চাকুরী, বাস কর্ছে অগত্যা। কর্বেই বা

কি, আজকাল জীবনের নিরানব্বই ভাগই ত অগত্যা। এর ওপর নূতন নূতন রাজনীতি বেরুচ্ছে—দেশ শুদ্ধ সবই হবে চাকুরী—ক্রমশঃ পৌরহিত্যও হবে চাকুরী !

সুন্দরী। তা চাকরীকেই বা কি ভয় ? পেলে আমিও একটা কর্‌তাম। যখন যেমন, তখন তেমন। কেন, আমরা কি দেশের লোক নই ?

কুলদা। তুমি হাস্‌ছ বলে মনে হচ্ছে ? ব্যাপারটা কি বলই না ? আজকাল কাকেও কিছুতে বিশ্বাস নেই।

সুন্দরী। যদি বলি, আমিও একটা চাকরী কচ্ছি।

কুলদা। এ্যা—

মুখে কাপড় দিয়া চামীর প্রবেশ, মায়ের নিকট আসিয়া ধাক্কা দিয়া কি বলিতে চাহিল]

সুন্দরী। তুই এখন যা।

চামী। ডাক্‌ছে।

সুন্দরী। বিরক্ত করিস্ না বাপু। চুপ ক'রে বোস্।

চামী। ডাক্‌ছেঃ।

কুলদা। তা চাকুরী কি তোমার সুবিধা অসুবিধার ওপর নির্ভর কর্‌বে ? বলই না কিসের চাকুরী !

সুন্দরী। চাক্‌রী, আবার কিসের চাক্‌রী—এই চন্দন ঘষার চাক্‌রী, ভোগ রাঁধার চাক্‌রী। আচ্ছা তোমরা এই রকম একটা আইন্ তৈয়ারী ক'রে দাও না, আমরা যে যার সংসারে যা কাজ কর্‌বো, তার জন্য গভর্ণমেণ্ট

থেকে মাইনে পাবো।

কুলদা। হ্যাঁ, তাহলে সব মুস্কিলই আসান হয়ে যায়। দেখত, এই সোজা রাস্তাটা কেউ ভাবে নি।

সুন্দরী। মেয়েদের বুদ্ধিকে সময় থাকতে ত মানবে না। (চামী—ডাক্‌ছে বলছি ঃ। চামীর প্রতি—) জ্বালাস্‌নে বাপু। এখন আর যেতে পারবো না। একটু বস্‌তে দেখ্‌লেই যত বাজে কাজ নিয়ে আসে।

চামী। বাঃ রে, তুমিই ত আস্‌তে বল্‌লেঃ, দেখ নাঃ বাইরে এসে—

সুন্দরী। যা খোকাকে এইখানে নিয়ে আয়।

চামী। বাঃ রে, খোকা নাকি!

কুলদা। তা যাওই না কেন। শেষটা চাকুরী হতে হতেই খোয়া যাবে?

সুন্দরী। বিনা মাইনের চাক্‌রী ত জ্ঞান হয়েছে পর্যান্ত কচ্ছি। তাই ভাবছি, তোমরা যতটুকু খেটে যতটা টাকা পাও, আমরা তার চতুর্গুণ খাটি, কিন্তু মাইনে কেন পাই না? তোমরা না দিতে পার, তাই ব'লে সরকার কেন দেবে না? আমাদের যখন ভোট দেওয়া হয়েছে তখন মাইনে কেন দেওয়া হবে না?

চামী। আমি বল্‌ছি গিয়ে, মাইনে না পেলে মা আস্‌বে না।

চামীর প্রস্থান]

কুলদা। কে ডাক্‌ছে খোঁজ কর্‌লে না কেন? এখানে এলেই ত পারে।

সুন্দরী। ডাক্‌ছে না আর কিছু! ওদের নিজেদের খেলার ব্যাপারে কিছু দরকার হয়েছে নিশ্চয়। সেটা বাইরে গেলে তবে বল্‌বে। ওদের জন্যে অত মাথা ঘামাতে গেলে আর চলে না। চাকুরীর কথা শুনে তুমিও ভাব্‌ছ—আমি উঠে যাই।

কুলদা। তা তোমরা জোর মিটিং ক'রে গভর্ণমেন্টকে কথাটা বলেই দেখ। গভর্ণমেন্ট যদি বাধ্য হয় মাইনে দিতে, তাহলে সেই টাকাটা স্বামী মহাশয়দের কাছ থেকেই আদায় হবে ট্যাক্স বলে! লাভের মধ্যে তোমাদের অবস্থা যা হবে, তা আর বল্‌বার নয়। ওসব মোটেই ভাল প্রস্তাব নয়।

সুন্দরী। পুরুষরা যেন কি? যাই কর্‌তে যাও, কেবল ভাল নয়, আর ভাল নয়। মন্দ যেন আগে হয় নি, আর এখনও হচ্ছে না; কিছু নূতন হচ্ছে দেখ্‌লেই মন্দ।

কুলদা। যা হয় নি, বা হবে না, তারে আবার মন্দ কি? ধরই না, সংসার কচ্ছ মানে চাকুরী কচ্ছ, তোমার যা মাইনে তা তোমার বাক্স থেকেই আদায় করা হবে, তার পর ঘরের টাকা মাইনে বলে নিয়ে মাইনের নিয়ম নিষেধ মান্‌তে মান্‌তে অস্থিসার হয়ে যাবে; তদন্ত আস্‌বে কটায় উঠ্‌ছ; কি রাঁধ্‌ছ; সময়ে সেলাই দিচ্ছ কি না? দিনের হিসেব দিনে মিলিয়ে নিচ্ছ কি না? ধোপার খাতা হারিয়ে যায় কি না? জলের কলসীর ঢাকা থাকে কি না? ওষুধ কত টাকার

কেনা হয, তাব মধ্যে কতটা ওষুধ নিযম ক'বে খাওযান হয অপচ নষ্ট কতটা কচ্ছ, লিখে লিখে এই সবের উত্তব দিতে হবে।

সুন্দবী। কাকে ?

কুলদা। যাব সইতে চাকুরী পাবে, তাকে। গুণে বছরে আট দশ দিন ছুটি পাবে বাপেব বাড়ী যেতে। তাও দু তিন মাস আগে দরখাস্ত লিখে পাশ কবিযে বাখ্‌তে হবে।

সুন্দবী। তাহলে আমাদেব ভোট দেবার মানে ? তবে যে শুন্‌ছিলাম, প্রত্যেক পাড়ায একটা করে বান্নাবাড়ী হবে, সেইখান থেকে পাড়ার সকলে কিনে খাবে, এতে নাকি খরচ কম্‌বে আব রোজগাব কববার সময বেশী পাওয়া যাবে।

কুলদা। ওসব পবজন্মে ভাবা যাবে, আমাদের ওসব দুশ্চিন্তা'ব দরকাব হবে না। নিজেব দুরবস্থাই ভেবে উঠ্‌তে পাবি না, ত জনসাধাবণের দুরবস্থা! জনসাধাবণেব দাযিত্ব নিযে যাবা কাজ কর্চ্ছে, বা পযসা পাচ্ছে, তারাই তা দেখ্‌বে।

সুন্দরী। নিজের দুরবস্থাই বা ভাব কই ? দুরবস্থা যারা ভাব্‌তে চায় না, তাবা কারুর জন্যেই ভাব্‌তে চায় না।

কুলদা। দেখো ভোট পেয়েছ বলে নিজের বুদ্ধিতে বেশী কিছু কোরোনা। বেলাকে হঠাৎ মামার বাড়ী পাঠালে কেন ?

সুন্দরী। তা কি হয়েছে ?

কুলদা। বড়ই আশ্চর্য্য লাগ্‌ছে আজ। সেদিন পর্য্যন্ত ঠিক উল্‌টোই ত বল্‌তে! আচ্ছা, তোমাদের কি কোন গোপন সজ্ঞ টজ্ঞ হয়েছে, বল্‌তে পার? খুব সাবধান কিন্তু।

সুন্দরী। কেন?

কুলদা। অন্ধকারে পা ফেলে চলবার জন্য তোমরা জন্মাও নি। তোমাদেব অসামর্থ্যের জন্যই এই সভ্যতা।

সুন্দরী। তুমি ত কিছু করবে না; দেখইনা যদি কোথা থেকে সম্বন্ধ আসে। আমি বাপু, চাকরীওয়ালা কারুর হাতে মেয়ে দিতে চাই।

কুলদা। কেন বলত? তাহলে নিজের জীবন ও নিজের সংসারকে তুমি কোনই মর্য্যাদা দাও না?

সুন্দরী। কেন, ছেলের বিয়ে আর মেয়ের বিয়েতে তফাৎ কর্‌তে নেই?

দরজার নিকট চামীর আগমন]

চামী। (মানদাসুন্দরীকে লক্ষ্য করিয়া) মা! তুমি আস্‌বে না? না এস, নেই নেই। এই আমি শাঁখ বাজাচ্ছি।

জোরে শাঁখ বাজাইল]

মানদাসুন্দরী শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন, কুলদা পণ্ডিত স্তম্ভিত হইয়া মানদাসুন্দরীকে প্রশ্ন করিলেন]

কুলদা। কথাটা খুলেই বল না? হ্যাঁরে চামী, শাঁখ

বাজাচ্ছিস্ কেন

সুন্দরী। আচ্ছা তুমি বোস। বাজাচ্ছে, বাজাক না! বেলার খুব ভাল বর হবে দেখো।

কুলদা। কি আশ্চর্য্য, আমারই কথা তুমি বল্‌ছ। চামী হাস্‌ছে, তুমি হাস্‌ছ, ব্যাপারটা কি; এত ঢাকাঢাকি কেন? কি জ্বালাতন! বিয়ের বোমা কি আমার বাড়ীতেও ফেটেছে? বাপ্‌রে এই রকম সুখবরে মাথাটা ভারী হয়ে যাচ্ছে।

চামী জোরে জোরে শাঁখ বাজাইয়া ঘোষণা করিল—]

"দিদির বিয়ে হয়ে গেছে।"

কুলদা। গেছে ত বাঁচা গেছে। হ্যাঁগা, কি করতে কি কর্‌লে বলই না?

সুন্দরী। আমি ত মা, ভালই করেছি।

টোপর, মালা ও মিষ্টান্ন লইয়া কুসুমের প্রবেশ]

কুসুম। দাদাবাবু, আজ যে ঘুমোও নি? নাও গো বৌদি, এখন ঘরের মাণিক ঘরে তোল। দেখো, এখুনি পাড়া জাগিও না।

কুলদা। আমি বাপু, বাইরে যাচ্ছি, তারপর তোমরা যা ইচ্ছে কর।

কুসুম। এতগুলো মানুষ মিলে কি মন্দ কচ্ছে, দাদাবাবু?

কুলদা। মন্দ কি আর গাছে ফলে? বিয়ে হল, বর এল,

আমি কিছুই জান্‌লাম না। কে বর, কোথায় থাকে, কি করে? তোমরা যে 'কি লাইন ধরেছ, বুঝ্‌তেই পাচ্ছি না। তোমাদের এ সমিতি—কিসের, কোথায় অধিবেশন হয়, কে সভাপতি, কে সম্পাদক, কিছুই ত জানি না। এত লুকোচুরিতে সংসার ও সমাজ দুইয়েরই অবমাননা হচ্ছে না?

কুসুম। ভাল কাজ প্রথম প্রথম লুকিয়েই কবতে হয়, দাদাবাবু, তারপর কাজ পাকা হলে লোক ত জানবেই।

কুলদা। তবু ভাল, তোমবা অনেকে জান। তোমাদেব এই কোম্পানীতে পুরুষ মানুষই যদি বাদ, তবে বর পেলে কোথায়? আর 'বর কি পোষ্ট অফিসে এল?

সুন্দরী। যদি বলি তোমাদের কমলের মতই একজন বেলাকে বিয়ে করেছে—

কুলদা। (স্বগতঃ) 'হা মদনমোহন। একি ভৌতিক ব্যাপার।' কমলও ত কদিন বাড়ী নেই, তুমি আগুন নিয়ে খেলা করছ, বৌ। শিবরতনবাবুর মত মহাপুরুষের ক্রোধে পড়লে আমাদের কিছুই থাক্‌বে না। তুমি জমিদারবাবুর ছেলের সঙ্গে বেলার বিয়ে দিয়েছ?

সুন্দরী! তুমি কেন ভয় পাচ্ছ? জমিদারগিন্নি নিজে এই বাড়ীতে এসে আমার কাছ থেকে বেলাকে প্রার্থনা করেছেন। তাঁর ওপর নির্ভর করেই সব হয়েছে।

কুলদা। (শ্রান্ত হইয়া বসিয়া) যাক্, তাহলে ষড়যন্ত্রটা মেয়ে

মহলেই হয়েছে। কি আশ্চর্য্য, জমিদারবাবু জানেন, তাঁর ছেলে কমল কলকাতায় গেছে কি এক খেলা দেখ্‌তে। তোমরা সব ডোবাবে।

কুসুম। শুকনো পুকুরে কে আর ডুব্‌বে, দাদাবাবু? এ না হলে দেশের মেয়েগুলো পার হবে কি?

সুন্দরী। ডুব্‌বে আবার কি? আমি ত ভয় পেয়েছিলাম, তুমি ক্ষেপে যাবে বস্তির ঘরে মেয়ে দেওয়া হয়েছে বলে।

কুলদা। আমার প্রকৃত আপত্তি একঘরে হতে। বামুনে বস্তিতে যে বিয়ে হয় না, তার কারণ—অনেকগুলো বিয়ে এক সঙ্গে হয় না ব'লে।

কুসুম। তা ছাড়া স্বয়ং তৈলক্য পণ্ডিত এই রকম বিয়েতে অনুমতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, যুগের সঙ্গে জাত বদ্‌লে গেছে। আজকাল বরং জন্ম-নক্ষত্র দেখে জাত বলা ভাল। আর বলেছেন, শাস্ত্রমতে এই নিয়ে যদি কারুর সঙ্গে তর্ক কর্‌তে হয়, তা তিনি কর্‌বেন।

কুলদা। (স্বগতঃ) 'তাহলে মদনমোহন, এর ফল ভালই হবে।' মহামহোপাধ্যায় যখন নিজে দায়িত্ব নিয়েছেন, তখন গৌরীপুরের অক্ষয় খ্যাতি থাক্‌বে ইতিহাসে। তোমাদের এত সাহসের কারণ এখন বুঝেছি।

বেলা ও কমলকে লইয়া চামীর প্রবেশ]

চামী শাঁখ বাজাইতে যাইল। কুসুম উহার হাত হইতে শাঁখ কাড়িয়া লইল।

কুসুম। দুদিন পরে হবে'খন, এখন থাক্‌।

বেলা পিতাকে ও কমল মানদাসুন্দরীকে প্রণাম করিল। চাষী আঁচল ঢাকা দিয়া শাঁখে হাত পিটিয়া আওয়াজ করিতে লাগিল]

২য় দৃশ্য

বটতলায় যাইবার পথ

মাতাল ১। কি বাবা, টোপর পরা ভেউড চাঁদ, কেম্নোৎ লাগিযে চল্‌ছ বাবা, চলছ না ত, তাঁত বুন্‌ছ। কি বাবা, তোমার জন্যে গড়ের মাঠ তৈরী করতে হবে নাকি!

মাতাল ২। বলি, কালিদাসের কাকাতুয়া ক্ষপ্‌চাচ্ছ ভাল। চল্ মিটিং শুনিগে চল্। আমি লেক্‌চার দেবো। তুই আমায় কসে ধরে থাক্‌বি।

মাতাল ১। ধর্‌বো কি শালা। আমি তোর লেকচার শর্ট হ্যাণ্ডল্ কর্‌বো। এই খচং খ্‌চ্ কচু কচ্—

মাতাল ২। পড় দেখি শালা, কি লেকচার দিলাম?

মাতাল ১। (পড়িবার ভঙ্গি করিয়া) এই যে বাবা রঘুনন্দন, একেবারে সংস্কৃত বক্‌ত্রিতা—

কা তব কান্তা? কস্তে পুত্রঃ?

ওতে কি হবে শালা, ছাখ্ আমি কি রকম বক্তৃতা দিই—

"হ্যালো ক্যাট্‌স্ এণ্ড্ ডগ্‌স্, এসেস্ এণ্ড্ দি গ্রামিনি ভোরস্—

মাতাল ২। ইংরেজী কিরে শালা, বাঙলা বল্।

মাতাল ১। মিটিং কি শ্বশুরবাড়ী শালা, যে বাঙলা বল্‌বো।

মাতাল ২। তুই শালা কটা জামাইষষ্টি খেয়েছিস্। ছাখ শালা বাঙলায় লেক্‌চার দি—

(হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া) ভ্রাইগণ, বঁন্ধুগঁণ, সভাপতির আজ্ঞায় বক্তৃতা কর্চ্ছি, আমি বক্তা নই। এখন শুনুন, এইবার আস্থন, একটু দেখুন, কিঞ্চিৎ ভাবুন,—কিরে, হচ্ছে শালা—

মাতাল ১। টাকা চা শালা টাকা চা; টাকা না হলে কিঃশ্যু হবে না।

মাতাল ২। দেখুন, আমাদের সংঘবধ্য হতে হবে, কাজে নামতে হবে, এতে করে বিশেষ করে, অনেক দিক দিয়ে, এই মনে করুন—

মাতাল ১। থাম শালা থাম, বাঙলা বল্‌ছে, মোটে কষের দাঁত নড়্‌ছে না—

বল্,—লণ্ড, ভণ্ড, গণ্ডার,—পয়সা কি অম্‌নি দেবে?

মাতাল ২। তুই শালা কেবল্ ব্যাগড়া দিবি, ত লেকচার বেরুবে কি করে? দরকার নেই শালা মিটিং এ গিয়ে, তার চেয়ে চল্ গাছে উঠি।

মাতাল ১। শালা তাই চল্। কচু গাছে উঠি চল্। খাসা দোল খাওয়া যাবে।

মাতাল ২। ওরে বাবারে গান আস্‌ছে যে—

আমি রব ডালে ডালে…

তুই র'বি পাতায় পাতায়…

মাতাল ১। কি খাবো শালা তাই বল্‌ ।

মাতাল ২। সব সময় খাবো কি শালা ?

আমরা ঢুল্‌বো, কাঁপ্‌বো

হেল্‌বো —হাওয়ায় হাওয়ায়

মাতাল ১। সেই ভালরে সেই ভাল। দরকার নেই যমের বাড়ীর ছাঁদ্‌নাতলার মিটিংএ গিয়ে, চল্‌ শালা গাছেই চল্‌। বেড়ে চল্‌, অত ফ্যাসান্‌ করিস্‌ নি।

মাতাল ২। শালা চল্‌ছি না কি দাঁড়িয়ে আছি ? তবে মিটিংএই চল্‌, দেখি কোন্‌ শালা কি বলে ?

৩য় দৃশ্য

ষষ্ঠীতলা

পরাণ। মনোহর জ্যাঠা, আপনার শরীর কেমন আছে ?

মনোহর। কে পরাণ ! তুমি মাঠে গেলে না ?

পরাণ। কি করে যাই জ্যাঠা; অতুলের জ্বর, একা আমিই পাহারা দিচ্ছি। অতুল এখন ঘুমুচ্ছে। আপনার গলা পেয়ে বাইরে এলাম।

মনোহর। আমি আর বড় একটা বেরুই না। কোমরটা সারাদিনই টেনে আছে। তবু থাক্‌তে পার্‌লাম না।

বাইরে এলাম, বাইরের গতি একটু দেখ্‌বো-বলে।

পরাণ। কি বুঝ্‌ছেন, মনোহর জ্যাঠা?

মনোহর। মরবার আগে মনে হচ্ছে, আমাদেরও একটা দেশ আছে; ভয় কি পরাণ, দেশ একটু টল্‌ছে—তারপর সত্যিকার হাঁটা আরম্ভ হবে।

পরাণ। ভাব্‌ছি মনোহর জ্যাঠা, ভোট ত সেদিনের জিনিষ। মানুষ ত বরাবরই ছিল। আগেকার মানুষ কত বিদ্যা তৈয়ারী করেছে—তারা তখন চল্‌ত কি করে? এত মানুষ তখন কার মতে চল্‌ত? আর সে লোককে গঠন করা যেত কি করে?

মনোহর। যা বলেছ পরাণ। বিদ্যে আর নতুন কতটুকু বেরিয়েছে। বেরিয়েছে যা তা হল কেবল তাড়াতাড়ির চেষ্টা। তাড়াতাড়ি যে কার জন্যে তা কেউ বল্‌তে পারে না। (দূরে চাহিয়া) ওদিকে পটল দেখ্‌ছি পাড়ার দোকানগুলো আগ্‌লাচ্ছে।

পরাণ। হ্যাঁ জ্যাঠা সবাই মাঠে গেছে। পাঁচ ছ জন পাহারার কাজে আছে।

বংশীর আগমন]

বংশী। এই যে মনোহর জ্যাঠা। আপনি বললেন না কেন, আপনাকে মাঠে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা যেত।

মনোহর। দেহ আর বশে নেই। তবু মনটা ছুটি নেয় না, এই ত মুস্কিল।

বংশী। এক হাঁড়িতে এত ভাত ফোটান হচ্ছে যে হাঁড়ি শুদ্ধ

না ফাটে।

পরাণ। কিছু একটা হয়ে যাক্ বংশী, আর কি পারা যাচ্ছে ?

বংশী। কি আর হবে বল, খেতে এখনও পাও না, তখনও পাবে না।

পরাণ। সব মাটিতে খনি মেলে না। তবু খুঁজতে খুঁজতে কোথাও মিল্‌তে পারে। ঐ যে অংশু আস্‌ছে। মিটিংএর খবর কিছু পাওয়া যেতে পাবে।

বংশী। কি অংশু, মিটিং কতদূর এগুলো ?

অংশু। (সাইকেল হইতে নামিয়া) চল্‌ছে ; খুব কড়া ব্যবস্থা ; চারিদিকে মাখন সর্দ্দারের লোক মিটিংটাকে ঘেরে আছে। পুলিশও আছে, তবে অনেক দূরে। সৈন্য সেপাই কিছু নেই।

মনোহর। মন্ত্রী মশাই ?

অংশু। তাঁর বক্তৃতা প্রায় শেষ হয়ে এল। বক্তৃতার মর্ম্ম ছাপা কাগজে বিলি হয়েছে ; আমি নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্যে।

মনোহর। মিটিং ছেড়ে এলে যে ?

অংশু। পর পর এখানে বসে খবর পাবেন। আমি এলাম খানিকটা খবর নিয়ে। সব পাড়াতেই খবর নিয়ে লোক গেছে।

মনোহর। বেশ। পড় ত, অংশু, লেখাটা।

পরাণ। ঐ দেখুন মনোহর জ্যাঠা, আট দশ বছরের ছেলেগুলো সভায় যেতে পায় নি—ওরা রাস্তায় ড্রিল কর্চ্ছে।

দেশের সম্ভাবনা আছে বিস্তর, তবে পথ একটা পাওয়া না গেলে বিপদও হবে ভয়ানক।

অংশু। শুনুন, জ্যেঠা মশাই!

"দেশবাসীকে ধন্যবাদ। যুবকদিগের আত্মোন্নতির সকল চেষ্টাই প্রশংসনীয়। তবে আমূল কোন পরিবর্ত্তনের চেষ্টা বলপূর্ব্বক করতে গেলে দেশেব ভিত্তিগত শান্তি ও সংযোজনা নষ্ট হ'য়ে যেতে পাবে। এইদিকে লক্ষ্য রেখে কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করার জন্য আমি যুবক সম্প্রদায়কে অনুরোধ কর্চ্ছি। এই কারণে যদি কর্ম্মের গতিকে অদ্রুত করতে হয়, তবে স্থিতির স্বার্থে তাও করা উচিত। কোন সঙ্ঘবদ্ধ আত্মোন্নতির চেষ্টা যেন দেশের ব্যাপক ও নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহার স্রোতকে ছিন্ন না করে।

"হিন্দুর বিবাহ মন্দিরে হওয়া উচিত কিনা, এ বিষয়ে হিন্দুসমাজই ব্যবস্থা করবেন। এতে শাসন সরকারের বক্তব্য কিছু নেই। হিন্দুসমাজ, উপযুক্ত বিবেচনা করলে এরূপ পদ্ধতি অনায়াসে প্রচলিত করতে পারেন। তবে এ বিষয়ে কেহ কাহারও উপর দৈহিক অত্যাচার করতে পারেন না। ভালোর প্রতি অনুরাগ এমন প্রবল হতে পারে না, যাতে একজন আর একজনের জীবন, জীবিকা ও আচরণের অধীশ্বর হয়ে পড়ে। কোন নূতন পরিস্থিতিকে ধীরে ধীরে এগোতে দেওয়া উচিত। জনসাধারণের সহজ বুদ্ধি শেষ পর্য্যন্ত যা কল্যাণকর ব'লে দেখতে পায়, তাই গ্রহণ

করে। এই দেখ্‌তে পাওয়াকে অযথা আচ্ছন্ন কর্‌লে সৎচেষ্টার মূল উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যায়।

"পুলিশের দ্বারা স্থানীয় মন্দিরের উপর যে আঘাত হয়েছে তা যথায থ ও সম্পূর্ণভাবে শাসনসরকার বিদিত নন। দেশবাসী অবশ্যই এর তদন্ত দাবী করতে পারেন। এরূপ তদন্ত হবে, এবং প্রকৃত ঘটনা যাতে নির্দ্ধারিত হয় তার জন্য দেশবাসী সরকারকে সাহায্য কর্‌বেন। উত্তেজনা যতক্ষণ প্রবল আছে, ততক্ষণ এই তদন্ত নিরপেক্ষভাবে না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কাজেই জনসাধারণের মনের ক্ষোভ ও উত্তেজনা কিঞ্চিৎ শান্ত হলেই তদন্তের কার্য্য আরম্ভ হবে। বিলম্ব করা হচ্ছে সত্য। কিন্তু এ বিলম্ব সাধারণ শৃঙ্খলারই অঙ্গ। এ বিলম্বের অর্থ নয় যে তদন্ত না করা, বা ঘটন র সত্য নির্ণয় না করা, বা দোষীকে শাস্তি না দেওয়া।

মনোহর। অতি সরল ও সমীচীন কথা। আর আছে নাকি ?

অংশু। আর দু চার কথা। "আপনাদিগকে ধন্যবাদ। আপনাদিগের শান্তি ও যুক্তিপূর্ণ কল্যাণ প্রচেষ্টায় দেশের দায়িত্ব-মণ্ডিত প্রতিনিধি হিসাবে আমার সকল সহানুভূতিই আপনারা লাভ কর্‌তে পারেন। রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা ও সচলতাকে বজায় রেখে অবিরাম জনোন্নতির প্রচেষ্টা স্বাধীন জাতির পক্ষে প্রকৃতই গৌরবের বিষয়। এই ভাবে কোন প্রচেষ্টা সফল হলে তা ভবিষ্যৎ নাগরিক-দের নিকট কর্ত্তব্যের আদর্শ-স্বরূপ হতে পার্‌বে।

আশা করি, আপনারা কোন জনোন্নতির প্রচেষ্টাকে বলপূর্ব্বক সফল করবেন না। বন্দেমাতরম্।”

মনোহর। যাক্ একটা দুর্ভাবনা গেল। পুলিশ আর এখন এগিয়ে কিছু করবে না। ও কি! কিসের চীৎকার না?

বংশী। এ হাততালির আওয়াজ নয় জ্যাঠা! কি ভীষণ চীৎকার?

মনোহর। কি হতে পারে, পরাণ?

পরাণ। আপনি উঠছেন কেন?

মনোহর। জানি না পরাণ, ইংরেজ না থাকলেও ইংরেজের চেষ্টা এখনও মরে নি। ইংরেজ সব দেশের বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে আছে। এ যদি সুগন্ধ হ'ত, কত সুখের হ'ত। কিন্তু ঈশ্বর ইংরেজকে কি দিয়ে তৈয়ারী করেছেন, কে জানে?

আশু ও সন্তোষকে ছুটিতে দেখিয়া]

বংশী। এই আশু, এই সন্তোষ, তোরা ছুটছিস্ কোথায়?

দূর হইতে আশু ও সন্তোষ]

আমরা যাবো বংশীদা।

বংশী। না বলছি!

মনোহর। ছুটিস্নি। আস্তে আস্তে যা। তবু যা। বংশী, আমাকেও দু পা এগিয়ে নিয়ে যেতে পার?

দ্রুত সাইকেল করিয়া তপনের আগমন]

বংশী। খবর কি তপন?

অংশু। পাগলের মত এ কিসের চীৎকার?

বংশী। খবর কি তপন ?

মনোহর। মরার ভয়ে পালাচ্ছে কেউ ?

তপন। ও কিছু নয়, আপনারা বসুন।

মনোহর। বস্‌বো কি তপন ? এত বড চীৎকার, এত বড় সঙ্কট, অথচ ও কিছু নয় ! আমরা বস্‌বো ! বিধাতা কি দিয়ে তোমাদের হাড় গুলো তৈরী করেছেন, জানিনা।

তপন। জান্‌লেন জ্যেঠামশাই, ব্যাপার একটা হয়েছে, তা সেটা কম নয়। কিন্তু তাতে ভয়ের আর কিছু নেই। প্রত্যেক পাড়ায় সাইকেল ক'রে খবর চলে গেছে। বংশীদা ভাব্‌ছেন নিশ্চয়ই খুব রক্তারক্তি হয়েছে। আচ্ছা তোমরা এত এগিয়ে এগিয়ে ভাবো কেন ? আমরা নিজেরা যদি মারামারি না করি, তা হলে আমাদের মারবার লোকটা কে আছে বলত ? শাসন সরকার ? তাদের কি স্বার্থ ? তারা ত আমাদেরই আয়ত্তাধীন।

মনোহর। ভয় ত আত্মকলহকেই। এর পর শাসন সরকার কোন পক্ষে প্রবেশ করে। কলসী এক জায়গায় ফুটো হলেই ফুটো।

তপন। যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে নিয়ে এত গণ্ডগোল, তিনি আজ একটা অদ্ভুত কাজ করেছেন। তিনি মিটিংএ এসেছিলেন। আমাদের সব সময়ে ভয় হচ্ছিল, যদি কেউ তাঁকে আক্রমণ করে। পঁচিশ হাজার লোকের জামিন ত কেউ হতে পারে না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বলাও হয়েছিল যে তিনি যেন সভায় না আসেন।

তাঁকে আস্‌তে দেখে সমস্ত লোক বিরক্ত হয়ে ওঠে। সবাই বল্‌ল এটা তাঁর চরম ঔদ্ধত্য। পুলিশ পাহারাকে তফাতে রাখা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মন্ত্রীমহাশয়ের পাশেই এসে বস্‌লেন। আশ্চর্য্য যে তাঁর মধ্যে কিছু মাত্র উত্তেজনা দেখা গেল না। মন্ত্রী মশাইএর বক্তৃতার পর তাঁকে সভা থেকে নিয়ে যাওয়া হবে। পরে সভায় স্থানীয় লোকেরা মতামত ব্যক্ত কর্‌বেন, এই ছিল ব্যবস্থা। ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য শিবরতন বাবু যেই উঠ্‌লেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁকে একটু অপেক্ষা করতে নির্দ্দেশ কর্‌লেন।

মনোহর। খুব দাম্ভিক লোক বল্‌তে হবে।

তপন। এতে সভায় বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল। যাই হোক্, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মন্ত্রীমহাশয়ের এবং সভার অনুমতি চাইলেন, কিছু বল্‌বার জন্য। এতে ঘোরতর আপত্তি উঠ্‌তে লাগল। খুন জখম নিয়ে সভায় যখন কোন রকম বিতণ্ডা করা হয় নি, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, যিনি দেশবাসীর চোখে এখন আসামী, তাঁকে সভা আহ্বান কর্‌তে দেওয়া যায় কি করে?

মনোহর। তার পর?

তপন। আশ্চর্য্য, এই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বেশ দৃঢ় শান্ত কণ্ঠে সভায় হঠাৎ নিজের অপরাধ স্বীকার কর্‌লেন।

বংশী। বল কি?

মনোহর। আর দেশবাসী অমনি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকি জয়

বল্‌লে বোধ হয় ?

অংশু। গোলমালটা কিন্তু থেমে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

তপন। থেমে গেছে। এখন আর ভয় নেই।

বংশী। তাহলে অত বীভৎস চীৎকার হল কেন ?

তপন। সভা এক মূহূর্ত্তে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব শেষ কথা বল্‌লেন "সাময়িক ব্যক্তিগত উত্তেজনাব বশে আমি আপনাদের স্বাধীনতা ও সম্ভ্রমকে অতিক্রম করেছি ও নিদারুণ ভাবে আঘাত করেছি। আজ আপনাদের ক্ষতি অপূরণীয়। আমার শাস্তিও আজ বিনা বিচারেই হওয়া উচিত, যেহেতু বিনা বিচাবেই আমি জনহত্যা করেছি। আপনারা এব পব আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন।" এই বলে হঠাৎ রিভলভার বার করে তিনি নিজের বুকে গুলি করেন।

মনোহর। বল কি ?

অংশু। চল বংশী, আমবা যাই, জোঠামশাই !

তপন। দরকার হবে না, অংশুদা। এর পরই একটা সময় এসেছিল যার ফলে উন্মত্ত বিশৃঙ্খলার সূচনা হয়েছিল। দূরের লোকেরা বুঝ্‌তে পারেনি কে কাকে মার্‌লে।

মনোহর। তার পর ?

তপন। লোকজন দাঁড়িয়ে ওঠে ; মেয়েদের দিকেও বেশ একটা বিশৃঙ্খলা হ'তে লাগ্‌ল। এই সময় বিপদ হল পুলিশের দিক থেকে পুনঃ পুনঃ ফাঁকা বন্দুকের আয়োয়াজ হ'য়ে। মাখন সর্দ্দারের লেঠেলরা পুলিশের অভিপ্রায় মন্দ মনে

ক'রে পুলিশকে আক্রমণ করে। পুলিশও আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। এইসময়ে সভায় একটি ক্ষিপ্ত চীৎকার উঠেছিল। ব্যাপারটি যারা বুঝ্‌তে পেরেছিল তারা খুব দ্রুত জনতাকে শান্ত কর্‌তে চেষ্টা করে ; এদিকে মাখন সর্দ্দার এবং অফিসার উভয়ে ধৈর্য্যের সঙ্গে ব্যাপারটাকে আয়ত্ত করেন। সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল ক'রে সব পাড়াতেই খবর পাঠান হয়েছে।

বংশী। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কি এখনও বেঁচে আছেন ?

তপন। না।

মনোহর। কার প্রশংসা কর্‌বো তপন! সবাই ধন্য। ভয় পাবার আর কিছু নেই। বেশ দেখ্‌ছি, বিধাতা নিজে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কই, পরাণ কোথায় গেল ?

বংশী। অতুল উঠেছে বোধ হয় !

মনোহর। তাইত, চল ভেতরে যাই।

সকলের ভিতরে প্রবেশ]

৪র্থ দৃশ্য

বাজারের পথ।

ফুলের ঝাঁকা লইয়া দুইজন গ্রামবাসীর আগমন ও ঝাঁকা নামাইয়া বিশ্রাম।

১ম। বামুন মশাইরা কি বিদ্যেই জানে। দ্যাখ্ দেখি, আজ ইংরেজী-জানা আধা-বিলেতী বাবুরা ডেকে ডেকে বাগান জমা দিচ্ছে; বল্‌ছে, কিছু কিছু ফুল গাছ বসাতে। আবার বল্‌ছে, ফুলের গয়না গড়্‌তে শেখো; দু'পয়সা রোজগার হ'বে।

২য়। ফলের কারবারেও মন্দ লাভ হবে না। মর্‌বে মেছো গুলো। কেবল লগন্‌সায় কাঁটা বেচে আর সোনা গাঁথে। আমার ভারি আনন্দ হচ্ছেরে, লগন্‌সা উঠে যাচ্ছে। হাঁরে ভাই, বাজার তাহলে সস্তা হবে?

১ম। লোকের মনে স্ফূর্ত্তি হ'লেই আকাল যায়। সস্তা কি আর গায়ের জোরে হয় রে ভাই!

২য়। আমার কেলো বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। টাকা জমাতে পারে নি ব'লে জোয়াম ছেলেটা ঘর করতে পার্চ্ছিল না। আমার বুকটা জ্ব'লা করছিল।

১ম। আমার ভাই বাঁচ্‌তে ইচ্ছে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বাজারে যাই চল্। সারা বাজারটা যেন বিয়ে বাড়ী হয়ে উঠেছে। সবাই বল্‌ছে খেয়ে দেয়ে হাসি মুখে থাকৃতে পার্‌লেই ত হল। ছেলের জন্য ঘটি ঘটি টাকা রেখে যেতে হবে কেন? ছেলে খেটে খাবে। আরও বল্‌ছে নীচু ঘরের বিয়েতে উঁচু ঘরের লোকেরাও দেখ্‌তে আস্‌বে।

২য়। তবে চল্, বসে থাক্‌তে আর ইচ্ছে যাচ্ছে না।

৫ম দৃশ্য

অজিতের বাড়ীর অভ্যন্তর

রমা পিসির প্রবেশ]

রমা। কই গো নিভাবৌ ? কই রে সোনালী ? অজিত কি শুয়ে আছ ?

অজিত। (বাহিরে আসিয়া) এস রমাদি।

রমা। ডাল চাপিয়ে চলে এসেছি। শুনলাম তোমার শরীর খারাপ, অফিসে ছুটি নিয়েছ। তা অম্বল আর মাথাধরাটা কি কম্‌ছে না ?

অজিত। কম্‌ছে আর কই রমাদি, বেড়েই ত যাচ্ছে। অফিসে জোর করে ছুটি দিয়েছে।

রমা। এই নে সন্তু, এই নেবু কটা, আর এই ডাঁটা গুলো। সোনালীকে বল্, এই নেবু দিয়ে অজিতকে বেশ করে সরবৎ করে দিতে। দুশ্চিন্তা আর মাথা গরমের অম্বল, ভাল করে নেবুর জল খেলেই ঠিক হয়ে যাবে। যা বল বাপু, দেখো যেন ইন্‌জেকশন্ নিও না।

অজিত। ওষুধ যে যা দিচ্ছে, খাচ্ছি ত। কিন্তু উপকার কিছু হচ্ছে না। মাথা ধরে ছিল ব'লে শুয়েছিলাম।

রমা। ও একটু একটু ধরুক্ গে। তা, ভাই, এক কাজ কর না, ছুটিই যখন নিয়েছ, তখন লাগে লাগে ক'রে সোনালীর বিয়েটা দিয়ে ফেল না ?

অজিত। বল কি রমাদি ? এম্‌নেই চলে না—এর ওপর মেয়ের বিয়ে ! খাল কেটে কুমীর আন্‌তে বল্‌ছ ?

এখন তবু ঘরে শুয়ে আছি। বিয়ের দেনা বাঁধিয়ে তাব পর চিতায় গিযে শুতে হবে! আমার কাছে ওসব বল না রমাদি। আমি এই জন্যেই দেশে আসা বন্ধ করেছিলাম।

রমা। আহা, তোমার যাতে অপকার হয তার জন্যেই কি বল্‌ছি! বল্‌ছি, বিয়ের ল্যাঠাটা আমাদের উপব ছেড়ে দাও না কেন? ওর কিছুই তোমায় ভাব্‌তে হবে না।

অজিত। তুমি কি বল্‌ছ রমাদি! আমি না ভাবি, ভাব্‌তে ত একজনকে হবেই। ভাব্‌বে কে? শুধু-হাতে বিযের ব্যবস্থা কববে? আমার ক্ষমতা নেই বলে মেযেকে ভিখারীর হাতে দেবোই বা কেন?

বমা। কেন সোনালী কি সেই বরাত কবেছে? খাসা বাজ-পুত্রের মত ছেলে! আমি বিযে দেবো! তবে তুমি তাব ভাল মন্দ কিছুই বল্‌তে পাবে না—

অজিত। তা—

রমা। তা তো চলবে না, এ আমাদের কেল্লা আর আমাদের হুকুম। তুমি শুধু একটা ক্যাশবাক্স আর তোরঙ্গ কিনে আন। ছেলেব কিছুই অভাব নেই। ঘব সংসাবের জিনিষ সে নিজে করে নেবে।

অজিত। তোমার পছন্দ হলেই ভাল! রমাদি, তুমি সত্যি পার্‌বে?

বমা। রমাদি কিনা পারে? শুধু তোমরা অবুঝ্‌ না হলেই হল।

অজিত। তাহলে তোমার জন্য একখানা রামায়ণ আন্‌তে

হবে ত ?

সন্তোষ। পুরো রামায়ণ কিনো না বাবা। শুধু কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড কিনো। জান্‌লে বাবা, রমাপিসি যখনই রামায়ণ পড়েন, শুধুই দেখি কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড। আর জান্‌লে বাবা, আমি পাশে গিয়ে যেই 'বশিষ্ঠ বশিষ্ঠ' করি, অমনি রমাপিসি চটে বই বন্ধ ক'রে চলে যান। জান্‌লে বাবা, রমাপিসির রামায়ণ মানে শুধুই কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।

রমা। (হাসিতে হাসিতে) সন্তুকে ত তাই বলি, আমাকে এক জোড়া বুট আর একটা রাইফেল কিনে দে।. আমি একবার গোটা অযোধ্যার লোকগুলোকে দেখে নি। সীতার সঙ্গে খোঁজ নেই,—শুধু রাম আর রাম-রাজ্য !

সন্তোষ। সেদিন খবরের কাগজে বেরিয়েছে, জান্‌লে রমা পিসি, প্রায় দেড় লাখ বাঁদর মারা হয়েছে। এইবার খাবার সস্তা হবে।

রমা। তা দেশের শাস্তি হচ্ছে কেমন ? সীতার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, স্বাধীনতা ? আরে সীতা না থাক্‌লে কিসের স্বাধীনতা ? একা রামে কি হয় ? দেশের মেয়েগুলো সব মন-মরা। বাবা দেনা ক'রে বিয়ে দেবে, ভায়েরা খেতে পাবে না, পড়া ছেড়ে দেবে, উল্লুক বরগুলো কি ওসব বোঝে ? কনের বাড়ীর পয়সায় কার্ত্তিক সেজে বউকে বলে 'তুমি মোটে হাস্‌তে পার না।' আঃ, ছেলেগুলো কি মুখ্যুর ঢিপি ! ওরা পাশ করে কি ক'রে ? আমি হ'লে ওদের আগাগোড়া ফেল ক'রে দিতুম।'

—যাই বাপু, ডাল চাপিয়ে চলে এসেছি।

অজিত। তাহলে কি করবো বল, রমাদি!

রমা। আমি বিকেলে আস্‌বো। বিয়ের ঠিক করেছি,—বিয়ে দেবো। তোমার ভাব্‌তেও হবে না, কিছু কর্‌তেও হবে না।

অজিত। তা দেশের নেতা এখন তোমরাই রমাদি—আরও একটু বল, কিছু জান্‌তেও হবে না। আমি বাপু অপদার্থ লোক, আমি জান্‌তেও চাই না।

(রমাদিকে যাইতে দেখিয়া) যাচ্ছ রমাদি? শোন না, তুমি সবই ঠিক করেছ; আর, আমি সবেতেই রাজী; তাহলে বলইনা, জামাই কোথায় ঠিক কর্‌লে?

রমা। হবে বাপু হবে। ডালটা ফেলে এসেছি। তুমি এর মধ্যে মাথা ঘামাতে স্থুরু কর্‌লে কেন? তুমিও একখানা নেমতন্ন পত্র পাবে, তা হলেই ত হল!

সন্তোষ। জান্‌লে বাবা, রমা পিসি সেদিন একটা আঙটি তৈয়ারী করেছিলেন—তাতে জড়িয়ে লেখা আছে, সো না লী, জান্‌লে বাবা, দিদ্দির আঙুলের মাপ নয়। আমি ভজন স্যাকরার ঘরে দেখ্‌লাম। রমাপিসি আমায় বলেছেন, সোনালী বড় হয়ে পর্‌বে।

রমা। যা, যা, সোনালী বুঝি আর কোন মেয়ের নাম হতে নেই?

সন্তোষ। জান্‌লে বাবা,—ঐ আঙটিটা, ঐযে মনোহর জ্যাঠা—

রমা। চুপ কর্, সন্তু।

সন্তোষ। জান্‌লে বাবা, মনোহর জ্যাঠার বাড়ীতে রমাপিসি গিয়ে ঐ আঙটিটা—

রমা। (সন্তুর মুখ চাপিয়া ধরিয়া) চুপ করতে বল্‌লাম না,—কথা না শুন্‌লে দেখবি মজা !—যাস্ দেখি আমাদের পাড়ায়, মেরে তোর ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবো।

(রমাপিসির সহিত ধস্তাধস্তি করিয়া)

সন্তোষ। জান্‌লে বাবা, আমি দিদির বরকে দেখেছি।

রমা। তবু কথা শুন্‌বি না। আচ্ছা মিথ্যেবাদী ছেলে ত !

সন্তোষ। জান্‌লে বাবা, মনোহর জ্যাঠার বাড়ীতে ত্ (রমা পিসি সন্তোষের মুখ চাপিয়া ধরিলেন -ত্-ত্-প্—)

(রমা পিসি সন্তোষকে টানিয়া লইয়া চলিলেন)—

সন্তোষ। জান্‌লে বা-বা, ত-পনদাকে ঐ আঙটা—দিয়ে—জান্‌লে—

৬ষ্ঠ দৃশ্য

গৌর মন্দির

পরাণ। আছেন নাকি, মুরারিদা ?

মুরারির আগমন]

মুরারি। এস ভাই এস, দেখা ত পাই না।

যতীন। এইবার আপনি ইচ্ছা করলে বরাবরই দেখা পাবেন।

মুরারি। সেদিন কি হবে ভাই !

মল্লিক মশাই। বল্‌ছিলাম গোঁসাইজি, এ অঞ্চলে আপনার গৌর অঙ্গনের মত বড় মন্দির ত আর নেই। তা—

মুরারি। আপনাদেরই অঙ্গন এ—

মল্লিক মশাই। বল্‌ছিলাম গোঁসাইজি, এখানে এক লগ্নে দশটি বিয়ে দেওয়া যেতে পার্‌বে।

যতীন। মল্লিক মশাই ভাব্‌ছিলেন আপনারা গুরু গোঁসাই ব্যক্তি, মন্দিরে বিয়ের ব্যবস্থায় নিশ্চয়ই রাজী হবেন না।

মুরারি। তোমরা ত ভাই অনেক কথাই ভেবে নাও। তবু যে প্রকাশ ক'রে বল্‌লে, এতেই বুঝি তোমরা আমাকে নিতান্ত পর বলে মনে কর না।

পরাণ। সাহস কি ক'রে হবে মুরারিদা, গৌর যেরকম কঠোর সন্ন্যাসী, এই অঙ্গনে বিয়ে হ'লে বর যদি সন্ন্যাসী হ'য়ে যায় ?

মুরারি। তোমাদের পেটে পেটে এই কথা! তাহলে গৌর তাঁর প্রাণের বন্ধু নিতাইকে সন্ন্যাস ছাড়িয়ে গৃহী করালেন কেন ? গৌরের গৃহী ভক্ত কি কম আছে ? গৌর কি বল্‌তেন জান, আমার মাকে যে মা বল্‌বে, আমি তাকে খুঁজে বার কর্‌বো। যে নিজের মাকে ভুল্‌তে পারে না, সে আবার কিসের সন্ন্যাসী ?

যতীন। তাই যদি বলেন, তাহলে গৌর সন্ন্যাসী হলেন কেন ?

মুরারি। তখনকার দিনে দেশের সেরা ছেলেগুলো সন্ন্যাসী হ'ত, দেশ তাদের হারাত। গৌর এই রকম সন্ন্যাসী হয়েছিলেন

যে তার পর থেকে দেশে সন্ন্যাসী হওয়ার উৎপাত অনেক কমে গেছে।

যতীন। তাহলে মুরারিদা, মঙ্গল মিস্ত্রিকে নিয়ে গিয়ে সব দেখিয়ে দিন। কি বলেন, মল্লিক মশাই, আরও একটা ইদারা করার দরকার হবে না?

পরাণ। আর মেঝেটা একেবারে পাথরের করে নেওয়া যাক্।

মুরারি। এত জাঁকালো করার কি দরকার?

মল্লিক মশাই। বাঙলা দেশের ইট-মাটির মন্দিরগুলো সব ফুরিয়ে গেছে। পাথরের বাড়ী হলে বহু শতাব্দী জিনিষগুলো থাক্‌তো। বলুন দেখি, তাতে মেরামতের হাঙ্গামা কত কম হয়!

মুরারি। করুন, যা আপনাদের ভাল লাগে!

[আশু ও সন্তোষের প্রবেশ]

সন্তোষ। মুরারিদা, দিন ত এক জোড়া রাধাকৃষ্ণ।

মল্লিক মশাই। ব্যাপার কি, মাষ্টার নেপোলিয়ন্। ও দিয়ে কারুর মাথা ভাঙা যাবে কি?

সন্তোষ। দিন বল্‌ছি মুরারিদা। ঝাউতলার বাদল গিন্নী রোয়াকে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। তাঁর নৃসিংহ মন্দিরকে কেউ বিয়ে বাড়ী কর্‌তে আস্‌ছে না। বাদল গিন্নী বল্‌ছেন, কি কর্‌বো বল, যে মার-কুটে ঠাকুর, বিয়ে বাড়ীতে ওর সাম্‌নে কি আর শুভ-দৃষ্টি করা চলে? আমি বলেছি, আমি রাধাকৃষ্ণ এনে দিচ্ছি। এক জোড়া দিন্ না, মুরারিদা?

মুরারি। আমি বাদল দিদির সঙ্গে দেখা কর্‌বো এখন। তুমি আগে আগে ওরকম কথা দাও কেন, সন্তোষ বাবু!

মল্লিক মশাই। সন্তোষের কথা কেউ রদ কর্‌তে পার্‌বে না। সন্তোষ এরই মধ্যে সব পাড়ায় মন্দির দেখে বেড়াচ্ছ বুঝি! দেশে ত আনন্দ নেমেছে—কিন্তু আমার মন কিছুই মান্‌ছে না।

সন্তোষ। চলুন না বাদল গিন্নির ওখানে!

মল্লিক মশাই। চল। কিন্তু যাদের উৎসাহে আজ উৎসাহ তাদের পাওয়া গেলে কেমন হ'ত?

যতীন। মল্লিক মশাই, পাওয়ার চেষ্টা কিছু কম চল্‌ছে না। আজ যে পরিস্থিতি, তাতে সবাই আশা করেছিল কুশলদা আর শ্যামলদা এতক্ষণ আত্মপ্রকাশ কর্‌বেন। তাঁদের না পাওয়ায় সকলেরই মন দমে যাচ্ছে।

সন্তোষ। চল না যতীনদা,—মুরারিদার সেবাশ্রম দেখে আসি।

মুরারি। সবাই তোমার মত ব্যস্ত নয়, সন্তু। ওখানে গেলে রুগীর সেবা কর্‌তে হবে।

সন্তোষ। হুঁ হ্যাঁ, ভাবী ত রুগী, আমি যেন জানি না—

পরাণ। তুমি আবার কি জান, সন্তু! তোমার জানার দেখ্‌ছি শেষ নেই।

সন্তোষ। আমি এই মাত্র গিয়েছিলাম—রান্না বাড়ীতে দেখি ওঃ বাবা! একেবারে তুলসীদা!

যতীন। সত্যি?

মল্লিক মশাই। তাই নাকি?

পরাণ। চল চল সন্তু, শ্যামলদা, কুশলদা সব কোথায় দেখে আসি।

মুরারি। আঃ, কি দেখ্‌তে কি দেখেছে। সন্তুর চেনা লোক বোধ হয় কেউ আছে?

যতীন। হ্যাঁ মুরারিদা, ভারী চেনা।

সন্তু। চল না পরাণদা;—আমি ঘরের জানালা দিয়ে দেখি যত চেনা রুগী চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে! চল না যতীনদা, যাদের পাওয়া যাচ্ছে না, তাদের দেখে আসি।

সকলে সন্তুকে কোলে তুলিয়া লইল]

মুরারি। যাই হোক্, আপনারা অস্থির হবেন না।

পরাণ। ওঃ, মুরারিদা বড় কম যান না! আমরা কি এসব জান্‌তাম!

যতীন। ধন্য মুরারিদা!

মল্লিক মশাই। তুমি ছেলেমানুষ হলেও সন্তুবাবু, তোমায় আমি নমস্কার কর্‌ছি।

৭ম দৃশ্য

নিকুঞ্জের গৃহাভ্যন্তর

হরিহর। হল ত, তখন বলেছিলাম, যে দিন কাল, অমন ক'রে বদিদাকে বাড়ী বয়ে অপমান করতে যেও না। কোথাকার জল কোথায় যায়, কেউ বল্‌তে পারে না। তার ওপর দেখ্‌ছ, আজকাল তরুণ বিদ্রোহের যুগ।

নিকুঞ্জ। তুমি যদি বল, হরিহর, আমি হাইকোর্ট থেকে এখনই ইন্‌জাংশন্ এনে সব বদ্‌মায়েসি বন্ধ ক'রে দিতে পারি, এ সব আস্ত চালাকি—

হরিহর। আহা, পার ত সব, কিন্তু করবে কার জন্মে? তোমার ছেলেই যদি তোমায় না মানে, তাহলে দেশের লোক তোমায় মান্‌বেই বা কেন? বুঝি না বাপু, ওরা এর মধ্যে তপনকে বাগালে কি করে?

নিকুঞ্জ। ছেলেদের মাথা খেতে কতক্ষণ লাগে বল? দেশ আর দেশ? আসলে দেশ মানে লাঠি; যেদিন লাঠি উঠে গেছে, সেদিন থেকে দেশ মানে হচ্ছে লুট—যে যেদিক দিয়ে পারে।

হরিহর। আহা, তাই নয় বুঝ্‌লাম। কিন্তু তপন যে আস্ত তাঁতীর মেয়ে বিয়ে করছে, এর ভবিষ্যৎটা ভাব্‌ছি। বলি, তোমার পৌত্র-সাহেবের জাতি কি হবে?

নিকুঞ্জ। তবে যে শুন্‌লাম অজিত বসাক্ কল্‌কাতায় চাকুরী করে! সত্যি সে কি তাঁত বোনে?

হরিহর। আহা, চাকরী করে ত ঠিক। কিন্তু তাই ব'লে অজিত বসাক্ কি কায়স্থ হ'য়েছে? জাতে সে যে তাঁতী, সেই তাঁতীই আছে ত! অজিত বসাক্ চাকরী করে ব'লে যদি তাঁতী না হয়, তবে তুমি তপন বাবাজীকে অত দোষ দিচ্ছ কেন?

(নেপথ্যে)

নিকুঞ্জ আছ নাকি?

হরিহর। কে মনোহরদা? আসুন, আসুন।

মনোহরের প্রবেশ]

মনোহর। শুন্‌লাম তোমরা বাড়ীতে বড় অশান্তি কচ্ছ তপনের বিয়ে নিয়ে, আর আমাকেও অজস্র গালি দিচ্ছ এর জন্যে।

নিকুঞ্জ। দাদা হ'য়ে নিজের ভায়ের ওপর আপনি যা কচ্ছেন তাতে আমার যে সর্ব্বনাশ করা হচ্ছে, তা মান্‌ছেন না কেন?

মনোহর। তোমার ছেলে তপন অজিত বসাকের মেয়েকে বিয়ে কর্‌ছে এই পর্য্যন্ত মান্‌তে পারি, কিন্তু তাতে তোমার সর্ব্বনাশ করা হচ্ছে তা মান্‌তে পাচ্ছি না।

নিকুঞ্জ। একটা তাঁতীর মেয়ের সঙ্গে কুলীন কায়স্থর ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন, বাপকে না ব'লে, তবু জোর গলায় বল্‌ছেন—

হরিহর। আহা নিকুঞ্জ, তোমার ছেলে বিয়ে কর্‌ছে কেন? সে ত কচি খোকা নয়!

নিকুঞ্জ। এ এক রকম মানসিক প্রতারণা। দাদা ব'লে সহ্য ক'রে যেতে হবে এমন কোন মানে নেই। আমি ইচ্ছে কর্‌লে—

হরিহর। আহা, ইচ্ছে মানে ত আইন। দেখ্‌ছ দেশে জাত না মেনে বিয়ে করার ধুম পড়ে গেছে। এখন দেশের সঙ্গে না চল্‌লে তুমিই এক ঘরে হয়ে যাবে।

নিকুঞ্জ। এই অপমান আমি যে কি ক'রে সহ্য কর্‌ছি, হরিহর—

হরিহর। আহা, সহ্য না ক'রে উপায় কি বল? আদালতে ক'রে খেতে হবে ত? দেশ শুদ্ধ লোককে গালি দিয়ে

তুমিই এক ঘরে হয়ে যাবে। তপন ত আর একা জাত হারাচ্ছে না!

নিকুঞ্জ। দাদার যদি আজ নিজের ছেলে থাক্‌ত, আর সেই ছেলে বে-জাতে বিয়ে কর্‌তো—পরের মতলবে, তাহলে—

হরিহর। আহা, ছেলে আর ভাইপোয় তফাৎ কি, নিকুঞ্জ?

নিকুঞ্জ। এ যুগে অনেক তফাৎ, এ আমি জোর গলায় বল্‌তে পারি।

[তপনের প্রবেশ

হরিহর। এই যে তপু যে, ভালই হয়েছে। এস ত এদিকে, বাবাকে প্রণাম কর। পায়ে হাত দিয়ে বল, বাবার অনুমতি না নিয়ে—

তপন। বাবার অনুমতি নিয়ে সবই কর্‌তে পারি—

হরিহর। (ব্যঙ্গ করিয়া) শুধু বিয়ে কর্‌তে পারি না! ওঃ, গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি। যা বলেছ, নিকুঞ্জ। মনোহরদা না নাচালে তপুর সাধ্য কি ছিল, এ রকম নাচে?

মনোহর। আমি সেই কথাই বল্‌তে এসেছি। আমার খরচে তপু লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছে, আমার খরচে, নিকুঞ্জ, তুমি তুটো মেয়ের বিয়ে দিয়েছ। এতে যদি তোমার সর্ব্বনাশ ক'রে থাকি, তাহলে আজও সর্ব্বনাশ কর্চ্ছি, বল্‌তে পার। আমার নিজের ছেলে নেই, তার জন্যে আজ আমার কোন তুঃখ নেই। কিন্তু আমি জেনে শুনে তোমার

শত্রুতা কর্চ্ছি, এ কথা আমার দিক থেকে আমি স্বীকার করি না। তপন তোমার ছেলে। তপন অজিত বসাকের মেয়েকে বিয়ে কর্‌বে কি না তা তোমার ও তপনের ইচ্ছা। আমি তপনকে সেই জন্যই এই সময়ে এখানে আস্‌তে বলেছি।

নিকুঞ্জ। গাছের গোড়া কেটে, আর আগায় জল দিয়ে লাভ কি বলুন?

মনোহর। এত লাভ লোকসানের কথা জানি না। তবে লোকসান খেতে আমারও আপত্তি আছে, নিকুঞ্জ। আমার ছেলে নেই ব'লে আমার সম্পত্তি আমি তপনকেই বা দেবো কেন, যদি তপন আমার মনোমত কাজ না করে? আমি সোজা কথা সোজা ক'রে বল্‌তে চাই, তুমি হরিহরের সাম্‌নে, আমার সাম্‌নে আর তপনের সাম্‌নে বল, আমার কথা—যে ছেলে আজ অজিতের মেয়েকে বিয়ে কর্‌বে, আমার সম্পত্তি আমি তাকেই দিয়ে যাবো; এতে তোমার সর্ব্বনাশ করা হবে কি না? এ বিয়েতে যদি তোমার আপত্তি থাকে তাহলে আমিও তপনকে নিষেধ কর্চ্ছি এ বিয়ে কর্‌তে। অজিতের মেয়ের জন্য তপনের চেয়েও ভাল পাত্র আমি পেতে পারি অন্ততঃ আমার সম্পত্তির জোরে।

হরিহর। আহা, নিকুঞ্জ, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্ছে নাকি? ছেলে আর ভাইপোয় তফাৎ কি? তপনের জাত গেলে তোমার যেমন জাত যাবে, মনোহরদারও ত যাবে! আর

বিয়ের কথা পাকা হ'য়ে গেলেই ত বিয়ে। ভালই বল, আর মন্দই বল, এ বিয়ে কি এখন আর ভাঙা যায়? তাহলেও মনোহরদা, বাপের মন, অপমান হওয়ার জ্বালাটা যাও বল্‌লেই কি যাবে?

মনোহর। আমি জানি হরিহর, অজিতের মনে আজ স্বর্গের বাতাস বইছে। নিকুঞ্জ সত্যই নিকুঞ্জ হবে, যদি ঐ বাতাসে নিজের মন ভরিয়ে নিতে পারে!

(নেপথ্যে)

নিকুঞ্জদা আছেন?

হরিহর। ও কার কণ্ঠস্বর? কার কণ্ঠস্বর? বল্‌তে বল্‌তেই স্বর্গের বাতাস নিজে হাজির।

[অজিতের প্রবেশ

হরিহর। কি অজিতবাবু, আপনার মেয়ের বিয়ের নেমতন্ন কর্‌তে বেরিয়েছেন বোধ হয়। তা তপন মাষ্টার ত বাবাকে কাকাকে এইমাত্র নেমতন্ন কর্‌তে বেরিয়েছে। দেখুন ত অজিত বাবু, কেমন চাঁদের মত জামাই? জামাই পছন্দ হয়েছে ত?

অজিত। ভিখারীর আবার পছন্দ! এই জন্যেই ত বলে, মহতের আস্তাকুড়ও ভাল; যেহেতু এমন চাঁদের টুক্‌রো সেইখানেই পাওয়া যায়।

মনোহর। যাও অজিত, নিকুঞ্জকে প্রণাম কর।

নিকুঞ্জ। থাক্‌, থাক্‌, আমাকে প্রণাম করা শুধু সময় নষ্ট করা, সবই ত মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেছেন, অজিত বাবু। এখন

বরং আমাকেই বলুন—

হরিহর। আহা নিকুঞ্জ, বল্‌ছ কি ? ভাই, তারপর ভায়রাভাই, তারপর বেহাই—জীবনে যত এগোবে ততই রসঃ বৈ সঃ। জাতের বড়াইটা বাদ দিয়ে আজ ভাবো দেখি, তাহলে প্রাণের বেহাইকে কড়া কথা বল্‌বার ইচ্ছেটা আর থাক্‌বে না।

নিকুঞ্জ। কড়া ব'লেই বা কি কর্‌তে পারি ? আপনারা সকলে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকুন। আমি কালই হরিদ্বার চলে যাচ্ছি।

হরিহর। যা বলেছ, নিকুঞ্জ। তোমার কাপড়গুলো দাও দেখি, গেরুয়া রঙ ক'রে নিয়ে আসি। আর নগৎ কিছু দাও—দু জোড়া খড়ম্ কিনে আনি। আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। আর বদিদাকেও ডেকে নিয়ে যাওয়া যাক্। বদিদাকে ৺কাশীধামে রেখে আমরা এগিয়ে যাবো।

(নেপথ্যে)

নিকুঞ্জ আছ নাকি ?

হরিহর। এই মরেছে ! এযে খাস্ বদিদার গলা।

[ডাক্তার বৈদ্যনাথের প্রবেশ

বৈদ্যনাথ। এই যে নিকুঞ্জ, তুমি এখনও থানায় যাও নি ? আর থানায় গিয়ে লাভই বা কি বল ? জিজ্ঞাসা কর্‌তে এলাম, তোমার বাড়ীর বৌভাতে আমার বৌমাকে নিয়ে আসৃছ কিনা ?

মনোহর। আমি বলি, তোমরা কাশী হরিদ্বার যাবার আগে দিনকতক আমার বাড়ীতে কপ্‌নী পরে ধুনি জেলে সংসার ত্যাগের আরামটা অভ্যাস ক'রে নাও। কেবল মুখেই

শুনি যাক্ সংসার, আর যাক্ সংসার। সংসার মানে দশের খেলা। কখন কে মাথা তোলে তার ঠিক নেই। কে যে ঢোকে আর, কে কখন বেরিয়ে যায়, তারও ঠিক নেই। সংসারের রহস্যই যখন চলা আর বদ্‌লান, তখন তাকে চল্‌তেই দাও না ভাল ক'রে।

[বাহিরে শোভাযাত্রার সঙ্গীত

এস এস ভাই জীবন মিলাই,
হাতে হাতে ধরি বাঁচিব সবাই,
স্বাধীন ভারত প্রেমের ভারত
স্বাধীন ভারতে বাঁচিতে চাই।

মনোহর। দেখ দেখি ছেলেদের মধ্যে আজ কি উৎসাহ। আমরা ত জীবন ফুরিয়ে ফেলেছি, তার ওপর যাবার আগে ছেলেদের জীবনগুলোকেও ব্যর্থ ক'রে যেতে চাচ্ছি। দেখই না, ওরা যদি নিজের হাতে কাঁটা গাছগুলোকে কিছু সরাতে পারে। আমাদের আর কদিন। আমরা কেন এত বেশী ক'রে মুখ ভার করি? চল, চল, আজ অভিমান ছেড়ে আমরা ছেলেদের পেছনেই যাই।

(নেপথ্যে)

নিকুঞ্জ বাবু আছেন?

হরিহর। আজ যত ভাল লোকের পঙ্গপাল; ব্যাপার কি বল ত?

[পরাণের প্রবেশ

পরাণ। এই যে মনোহর জ্যাঠা; আপনি এখানে! শিবরতন-

বাবু ঠিকই বলেছেন।

হরিহর। হ্যাঁ পরাণ, তুমি কি শিবরতনবাবুর কাছ থেকে আস্‌ছ? খবর কি?

পরাণ। শিবরতনবাবু মনোহর জ্যাঠার বাড়ীতে সপরিবারে এসে বসে আছেন। সবাই চলুন, সেখানে এক মহাপর্ব্ব হচ্ছে।

নিকুঞ্জ। পর্ব্বটা কিসের শুনি? নিশ্চয়ই বেজাতে বিয়ের।

পরাণ। জিজ্ঞাসা কর্চ্ছেন যখন, তখন বল্‌তে আপত্তি নেই। কাল বিশ্বমায়ের মন্দিরে দুটি বিয়ে হবে; ব'লে ক'য়ে; কোন লুকোচুরি নেই। কি রকম যজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে দেখে আসুন।

নিকুঞ্জ। কন্যাকর্ত্তা আর বরকর্ত্তাদের নামগুলো শুন্‌তে পাওয়া যায়?

পরাণ। সবাই ত জানে। কন্যাকর্ত্তা অজিতবাবু, আর বরকর্ত্তা আপনি—এই হল এক নম্বর।

হরিহর। অতি সুখবর; এখন দু নম্বর?

পরাণ। কন্যাকর্ত্তা শিবরতন রায়, বরকর্ত্তা সম্প্রতি মারা গিয়েছেন।

হরিহর। সে কি! কে?

পরাণ। স্বর্গত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ চক্রবর্ত্তী। তাঁর ছেলে যতীনের সঙ্গে শিবরতনবাবুর মেয়ে শ্রীমতী দীপা রায়ের বিয়ে হবে।

হরিহর। নিকুঞ্জ, তোমার অপমান হবার কিছুই নেই। ওঠ,

ওঠ! শুধু শুধু মিষ্টিকে তেতো কোরো না।

পরাণ। আরও একটা সুখবর দিচ্ছি। একটু আগে মনোহর জ্যাঠার বাড়ীতে শ্যামলদা, কুশলদা, সঞ্জীবদা, তুলসীদা আর সম্বিৎ ভাই এসে পৌঁছেছেন। শিববাবু গাড়ী পাঠিয়েছেন আপনাদের নিয়ে যেতে।

[বাহিরে শোভাযাত্রার গান

বৈদ্যনাথ। আমি সব খবরই শুনে এসেছি। চল, নিকুঞ্জ, চল। থানা পুলিশে আর কাজ নেই। এই দেখ দুটো রক্তজবার মালা এনেছি। একটা তোমাব, একটা আমার। চল এই মালা দুটো বিশ্বমায়ের গলায় পরিয়ে আমরা মায়ের পায়ে ছোট জাত হয়ে যাই। আমার মনে হচ্ছে নিকুঞ্জ, তুমি তপনের বাবা ব'লে, আর আমি অংশুর বাবা ব'লে গৌরীপুরে অনেক শতাব্দী বেঁচে থাকবো। নইলে, আমরা এমন কি, যে মরে গেলে লোকে আমাদের নাম কর্‌ত!

পরাণ। চলুন, বাইরে শোভাযাত্রা দেখ্‌বেন। অক্ষয়দা আব ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেবের ছবিতে রক্তজবার মালা পরিয়ে কি সুন্দর জন-প্রস্থান হচ্ছে।

বৈদ্যনাথ চল, নিকুঞ্জ, চল।

[সন্তোষের প্রবেশ

সন্তোষ। কৈ তপনদা, দেরী কর্‌ছেন কেন? চলুন, এখনই আপনার পাকা দেখা হবে।

[সকলে যাইতে উদ্যত হইলেন। সন্তু সানন্দে শাঁখ বাজাইতে লাগিল।

৮ম দৃশ্য

ষষ্ঠীতলা—মনোহর জ্যাঠার বাড়ীর সম্মুখে

সঙ্গীতসহ জনপ্রস্থান আসিয়াছে। বাটীর সম্মুখে শ্যামল, কুশল, সঞ্জীব, তুলসী, সম্বিৎ, যতীন, মরারি ও মল্লিক মশাই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

সঙ্গীত

১

এস এস ভাই জীবন মিলাই,
হাতে হাতে ধরি বাঁচিব সবাই,
স্বাধীন ভারত প্রেমের ভারত
স্বাধীন ভারতে বাঁচিতে চাই।
এস এস ভাই জীবন মিলাই,
প্রেমের ভারতে বাঁচিতে চাই ॥

২

কোন দুখ নাই যদি মিলে থাকি,
কোন সুখ নাই যদি দূরে থাকি,
কিবা ভয় বল অভয় ভারতে—
রোগ শোক জ্বালা ঘুচাতে চাই।
এস এস ভাই জীবন মিলাই,
অভয় ভারতে বাঁচিতে চাই ॥

৩

ধরণীরে সুখী করিব আমরা,
দুখ হরি দিব সুখেরি পশরা,

শিখাব মিলন ময় এ জীবন,
ভুবনে যে থাকে সে মোর ভাই।
এস এস ভাই জীবন মিলাই
সুখেরি ভুবন গড়িতে চাই ॥

৪

কি বলে যমুনা কি বলে গঙ্গা,
কি বলে সিন্ধু কাবেরীরঙ্গা,
কি বলে বিন্ধ্য হিমাদ্রি চূড়া,
আমরা ভারতী শিখিতে চাই।
এস এস ভাই জীবন মিলাই,
সফল জীবন রচিতে চাই ॥

গান শেষ হইতেই মনোহর জ্যাঠা, ডাক্তার বৈদ্যনাথ, নিকুঞ্জ, হরিহর, অজিত, তপন, সন্তোষ ও পরাণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জনতা হইতে আনন্দের কল্লোল উঠিল। বাটীর দ্বারে রমাপিসি মানদা সুন্দরী ও শ্রীমতী উষা উপস্থিত হইলেন। বাটীর ভিতর হইতে শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল।

জমিদার শিবরতনবাবু, ভট্টাচায্য মহাশয়, কুলদা পণ্ডিত, ও রমেনবাবু বাহিরে আসিলেন। শিবরতনবাবু অক্ষয় মাষ্টার মহাশয়ের ছবি হইতে রক্ত জবার মালাটি তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে শ্রীমতী উষা দেবীর গলায় পরাইয়া দিলেন; শির চুম্বন করিয়া বলিলেন,

"মা, তোমার বিষাদই আজ দেশের হাসি, তোমার ক্ষতিই আজ দেশের লাভ। এই নাও মা তোমার মালা। তুমিই আমার সচল বিশ্ব-মা।"

যবনিকা পতন